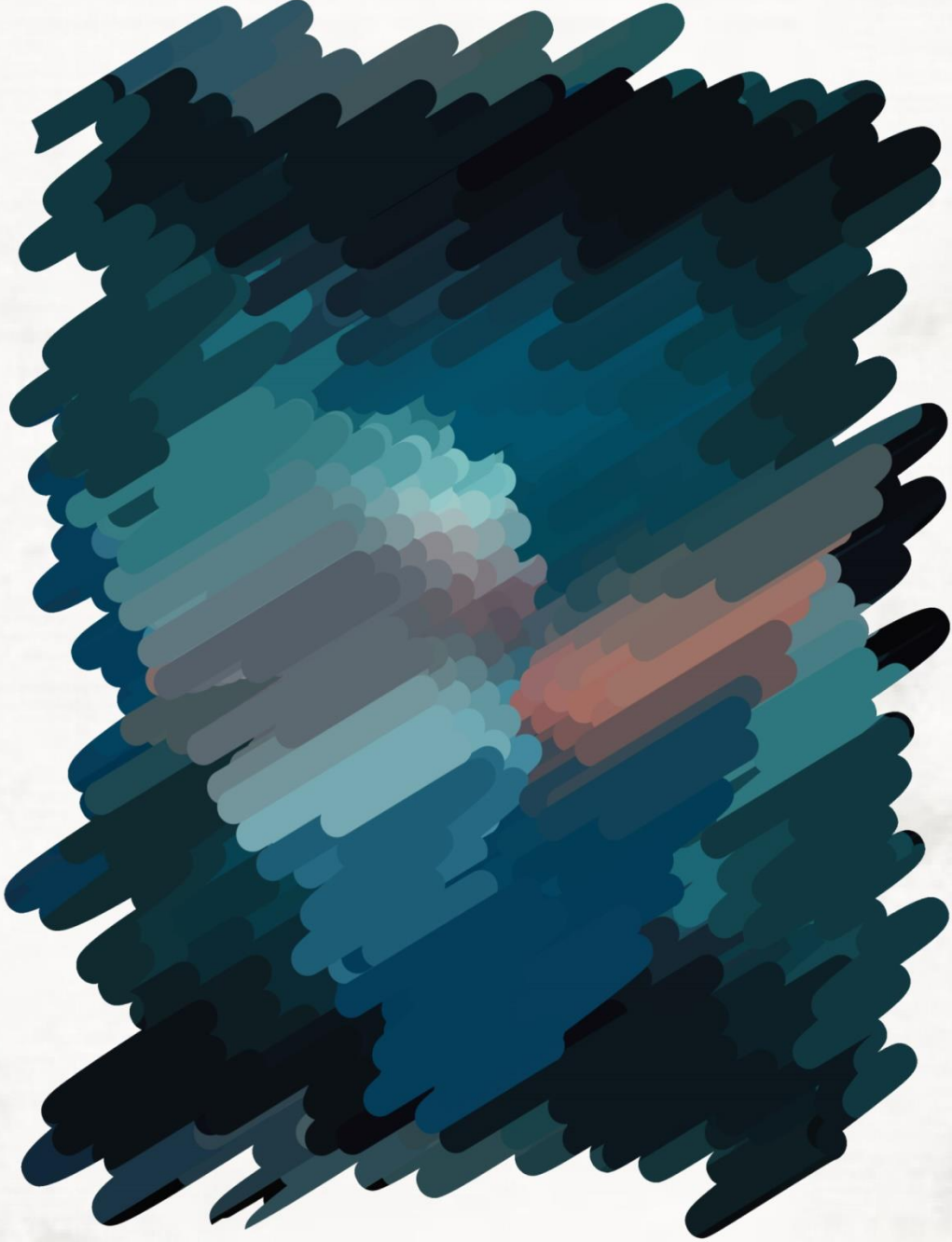


বিজ্ঞানের মাস



শাইখ সুফিয়ান আল মুহাজির রহিমাহুল্লাহ

বিজয়ের মাস

শাইখ সুফিয়ান আল মুহাজির রহিমাহুল্লাহ



AL HIKMAH MEDIA

সূচিপত্র

বিজয়ের মাস পর্ব - ১ - সারিয়ায়ে হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব.....	৫
বিজয়ের মাস পর্ব - ২ - সাকহাবের যুদ্ধ	৫
বিজয়ের মাস পর্ব - ৩ - রোডসের যুদ্ধ	৬
বিজয়ের মাস পর্ব - ৪ - বেলিগ্রেট বিজয়	৭
বিজয়ের মাস পর্ব - ৫ - খান আল আসালের স্বাধীনতা.....	৭
বিজয়ের মাস পর্ব - ৬ - সিন্ধু বিজয়	৮
বিজয়ের মাস পর্ব - ৭ - ফাইয়ুম বিজয়	৯
বিজয়ের মাস পর্ব - ৮ - কুবরুস বিজয়.....	৯
বিজয়ের মাস পর্ব - ৯ - জুবর বিজয়	১০
বিজয়ের মাস পর্ব - ১০ - শামাহী যুদ্ধ	১১
বিজয়ের মাস পর্ব - ১১ - বুইবের যুদ্ধ	১১
বিজয়ের মাস পর্ব - ১২ - এন্তাকিয়া বিজয়.....	১২
বিজয়ের মাস পর্ব - ১৩ - হাবশার যুদ্ধসমূহ.....	১৩
বিজয়ের মাস পর্ব - ১৪ - সাফদ বিজয়.....	১৪
বিজয়ের মাস পর্ব - ১৫ - বাইতুল মুকাদাস বিজয়.....	১৪
বিজয়ের মাস পর্ব - ১৬ - কাশ্মীর বিজয়.....	১৫
বিজয়ের মাস পর্ব - ১৭ - বদর যুদ্ধ	১৬
বিজয়ের মাস পর্ব - ১৮ - আমুরিয়া বিজয়.....	১৭
বিজয়ের মাস পর্ব - ১৯ - রাহজানের যুদ্ধ.....	১৮
বিজয়ের মাস পর্ব - ২০ - মক্কা বিজয়	১৮
বিজয়ের মাস পর্ব - ২১ - হারিম বিজয়.....	১৯
বিজয়ের মাস পর্ব - ২২ - মুলাইহার অবরোধ ভাঙ্গার যুদ্ধ.....	২০
বিজয়ের মাস পর্ব - ২৩ - আরমেনিয়া বিজয়	২০
বিজয়ের মাস পর্ব - ২৪ - বসনিয়া ও হর্জগোভিনা বিজয়	২১
বিজয়ের মাস পর্ব - ২৫ - আইনে জালুতের যুদ্ধ.....	২২

বিজয়ের মাস পর্ব – ২৬ - ফ্রান্সের জিহাদী আন্দোলন	২৩
বিজয়ের মাস পর্ব – ২৭ - ৫৫৯ এর লিওয়া মুক্তকরণের যুদ্ধ	২৩
বিজয়ের মাস পর্ব – ২৮ - স্পেন বিজয়	২৪
বিজয়ের মাস পর্ব – ২৯ - নাওবা বিজয়	২৫
বিজয়ের মাস পর্ব – ৩০ - খরমিয়া বিজয়	২৫

বিজয়ের মাস পর্ব - ১ - সারিয়ায়ে হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর।

আল্লাহর নামে আমাদের ‘বিজয়ের মাস’ সিরিজের প্রথম আসর শুরু করছি। আমরা শুরু করব সারিয়ায়ে হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব দিয়ে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারুল হিজরাহ তথা মদিনায় স্থিতিশীল হওয়ার পর এবং নবঘটিত ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিগুলো সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করার পর কুরাইশ কাফেরদের উপর নজরদারি ও চাপ সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলেন। মুসলিমগণ জিহাদের প্রতি প্রচণ্ড পিপাসার্তের ন্যায় আগ্রহী ছিলেন, যখন আল্লাহ তা’আলা মুসলিমদেরকে কাফেরদের কর্মকাণ্ডের জবাব দেওয়ার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। এটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্তৃক প্রেরিত সর্বপ্রথম সারিয়া। হিজরতের পর সপ্তম মাস পহেলা রামায়ানে।

এই সারিয়ার লক্ষ্য ছিল কুরাইশের একটি কাফেলার গতিরোধ করা। যার নেতৃত্বে ছিল আমর ইবনে হিশাম। তার লোকসংখ্যা ছিল ৩০০ জন মুশরিক। মুসলিম বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাযি। তার সাথে ছিল ৩০ জন মুসলিম পুরুষ, যাদের সকলেই মুহাজির ছিলেন।

যখন মুশরিকদের মুখোমুখি হলেন, উভয় বাহিনী যুদ্ধের জন্য কাতারবদ্ধ হল এবং যুদ্ধ শুরু হয়েই গিয়েছিল, যদি এই সময় মাঝখানে মাজদি ইবনে আমর আলজুহানী এসে না পড়ত। মাজদি ইবনে আমর উভয় দলেরই মিত্র ছিল। সে উভয় দলের মাঝে আড়াল হয়ে দাঁড়াল। ফলে আর যুদ্ধ হল না।

যদিও এখানে পরস্পরের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি, তথাপি এই অভিযানটি মুশরিকদের অন্তরে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে দেয় এবং তারা বুঝতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীগণ দুর্বল অবস্থা থেকে শক্তিশালী অবস্থায় চলে এসেছেন এবং তারা বিশেষভাবে কুরাইশ কাফেরদের জন্য এবং সাধারণভাবে সকল মুশরিকদের জন্য প্রতিপক্ষ হয়ে গেছেন।

এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পরিপূর্ণ সামরিক পরিকল্পনা তৈরি করলেন, কাফেরদের অর্থনৈতিক স্বার্থগুলোর উপর আঘাত হানার জন্য এবং তাদের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য ও তাদের ব্যবসায়ী কাফেলাসমূহ আটকানোর জন্য, যতদিন পর্যন্ত তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যায়।

সামনে ইসলামী ইতিহাসের আরেকটি যুদ্ধের আলোচনা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব ইনশাআল্লাহ। তা হল: সাকহাবের যুদ্ধ। ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ।

বিজয়ের মাস পর্ব - ২ - সাকহাবের যুদ্ধ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর। আম্মাবাদ...

বিজয়ের মাস সিরিজের পর্বগুলো আমরা পূর্ণ করব। দ্বিতীয় পর্ব হল সাকহাবের যুদ্ধ। ইসলামের ইতিহাসে এটা একেবারে প্রকাশ্য ও স্পষ্ট বিষয় যে, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর আন্দোলনগুলোর সাথে উলামায়ে কেরামের দিকনির্দেশনা ও প্রচেষ্টা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় সীমালঙ্ঘনকারী মঙ্গলদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের যুদ্ধের ক্ষেত্রে। মুসলমানগণ তাদের যাত্রা ঠেকাতে পেরেছিলেন এবং তাদের আক্রমণ নস্যাত করে দিতে পেরেছিলেন। সেটা ছিল আইনে জালুতের যুদ্ধে মামলুক বংশীয় শাসকের হাতে।

কিন্তু কিছুকাল অতিবাহিত হলে এই সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ল। উলামাগণ উম্মাহকে দিকনির্দেশনা ও নেতৃত্ব প্রদান থেকে দূরে রইলেন। তখন তাদের উপর মঙ্গলরা দ্বিতীয়বার বিজয় লাভ করল। এটা ছিল সুলতান নাযিম মুহাম্মদ ইবনে কালাউনের সময় ৬৯৯ হিজরীতে। মঙ্গলরা দ্বিতীয়বার সিরিয়ায় আক্রমণ করল তাম্রুত গাজানের নেতৃত্বে, যারা প্রকাশ্যে ইসলাম প্রকাশ করত, কিন্তু ইসলাম তাদের থেকে সম্পর্কমুক্ত ছিল। ফলে শামের শহরগুলো একটির পর একটি পতন হতে লাগল। তারা সেখানে ব্যাপক হত্যা, ধ্বংস ও লুণ্ঠন চালাল।

তারপর থেকে উলামাদের ভূমিকা শুরু হল, উম্মাহকে দিকনির্দেশনা প্রদান ও উদ্যমতা জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে। তাদেরকে নেতৃত্ব ও উৎসাহ দিচ্ছিলেন মহান আলেম সাহসী বীর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.। যার চতুর্পাশে সকল জনগণ একত্রিত হয়েছিল। তিনি তাদের হিম্মাত জাগিয়ে তুলছিলেন। তাদের সংকল্প দৃঢ় করছিলেন। তাদেরকে জিহাদের দিকে আহ্বান করছিলেন এবং এই ফাতওয়া জারি করছিলেন যে: মঙ্গলরা ইসলামের কেউ নয়।

শুধু এতটুকুতেই ক্ষান্ত ছিলেন না, বরং নিজে কায়রোতে মামলুক সুলতানের নিকট গিয়ে তাকে জিহাদের উপর এবং শামবাসীকে সাহায্য করার উপর উৎসাহিত করেন। তারপর আবার দামেস্কে ফিরে সেখানকার জনগণকে সুলতানের আগমনের সুসংবাদ দেন।

৭০২ হিজরীতে দামেস্কের জনগণ বের হলেন, তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন মহান আলেম ইবনে তাইমিয়া রহ.। আরো একদল আলেমের সাথে অস্ত্রবহন করে চলছিলেন। সেটা ছিল রমযান মাসের এক শনিবারে। উভয় বাহিনী দামেস্কের সীমান্তবর্তী এলাকা সাকহাবে পরস্পর মুখোমুখি হল, অতঃপর সোমবার থেকে যুদ্ধ শুরু হল এবং আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে সাহায্য করলেন ও মঙ্গলরা পরাজিত হল। মুসলমানরা ত্যাগের উত্তম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন। মঙ্গলদের বিশাল সংখ্যক সৈন্য নিহত হল। এমনিভাবে বহু সংখ্যক বন্দী হল। আল্লাহ তা'আলা এভাবে মুসলমানদের প্রতি সাহায্য পূর্ণ করলেন।

তাই আল্লাহ ইবনে তাইমিয়ার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। নিশ্চয়ই তিনি মুসলমানদের সত্য ইমাম এবং সাকহাবের ঘটনায় তাদের বাহাদুর সৈনিক ছিলেন। এই যুদ্ধের অনেক ফায়দা ছিল: তন্মধ্যে একটি হল, এর মাধ্যমে আল্লাহ মুসলমানদের থেকে ভয়-ভীতি দূর করে দিলেন। ইমাম যাহাবী রহ. বলেন: আল্লাহর শপথ! আমরা সেদিন থেকে অধিক মধুময় কোন কিছু কোনদিন আশ্বাদন করিনি। আর তার পূর্বের সময় থেকে অধিক তিক্ত কোন কিছু কোন দিন আশ্বাদন করিনি।

আমরা পরবর্তী যুদ্ধ নিয়ে আবার সাক্ষাৎ করব ইনশাআল্লাহ। তা হল, রোডস এর যুদ্ধ। ওয়াস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

বিজয়ের মাস পর্ব - ৩ - রোডসের যুদ্ধ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর। আম্মাবাদ..

বিজয়ের মাস সিরিজের পর্বগুলো আমরা পূর্ণ করব। আজকে আমার প্রতিশ্রুত রোডসের যুদ্ধ।

হযরত মুআবিয়া রাযি. বাইযান্দিয়া শহরটি বিজয় করার প্রতি মনোযোগী হলেন, যেটা কনস্টান্টিনোপলের একটি শহর। এর জন্য তিনি বিশাল প্রস্তুতি নিলেন। তিনি চাইলেন, ভূমধ্য সাগরের কিনারার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবেন। যেন বাইযান্দিয়া শহরের দিকে গমনরত নৌবহরকে নিরাপত্তা দেওয়া যায়। মুসলমানগণ উবরুজ দ্বীপ ব্যতীত কোন দ্বীপের অধিকারী ছিলেন না। একারণে মুআবিয়া রাযি. আরেকটি দ্বীপ পদানত করার প্রতি মনোযোগী হলেন। যেন নৌবহরের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকে এবং যেন এই কিনারাটি নৌবহরকে রশদ সরবরাহ করার একটি ঘাটি হিসাবে পরিণত হয়। রোডস দ্বীপটি ছিল মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু এটা এশিয়া মাইনরের উপকূলের নিকটে অবস্থিত। রোমানরা এটা দিয়ে মুসলমানদের বিভিন্ন ঘাটি ও উপকূলবর্তী শহরগুলোর উপর আকস্মিক হামলা চালিয়ে চলে যেত। একারণে মুসলিমগণ প্রথমে এটাকেই আক্রমণ করলেন।

ফলে আল্লাহ এটা মুসলিমদের হাতে বিজিত করে দিলেন ৫৩ হিজরীতে। ফলে এটি একটি সামুদ্রিক নৌঘাঁটিতে পরিণত হল। এটা মুসলমানদের জন্য আশ্রয় এবং আল্লাহর শত্রুদেরকে তটস্থ করে রাখার একটি কেন্দ্রে পরিণত হল। মুআবিয়া দ্রুতই সেখানে প্রশাসনিক কর্মকর্তা নির্ধারণ করলেন এবং তাদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দিলেন।

পরবর্তীতে এটা ভূমধ্য সাগরের আরো অনেক অংশ বিজয় করার জন্য সহযোগী হয়। এরই ধারাবাহিকতায় কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করার ক্ষেত্রেও সহায়ক হয়। পরবর্তীতে মুআবিয়া রাযি, সেখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করার আদেশ করেন এবং এটাকে শাম প্রতিরক্ষার জন্য একটি সীমান্তঘাটি বানান। অতঃপর সেখানে ফকীহ ইমাম মুজাহিদ ইবনে জবরকে প্রেরণ করেন তার অধিবাসীদের মাঝে ইসলামের পতাকা সুউচ্চ করার জন্য।

আল্লাহর তাওফিকে আমাদের পরবর্তী প্রতিশ্রুতি বেলিগ্রেট বিজয়

ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

বিজয়ের মাস পর্ব - ৪ - বেলিগ্রেট বিজয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর। আম্মাবাদ...

বিজয়ের মাস সিরিজের পর্বগুলো আমরা পূর্ণ করব। চতুর্থ পর্ব: বেলিগ্রেট শহর বিজয়। ৯২৭ হিজরীর রামাযান মাসে মুসলিমগণ বিজয়ীবেশে বেলিগ্রেট শহরে প্রবেশ করেন। যেটা হল মাযারের রাজধানী। এটা হয়েছিল সুলতান সুলাইমান আলকানুনির শাসনামলে।

উসমানিয়া সাম্রাজ্য তার বিজয়াভিযানগুলো সফলভাবে পূর্ণ করেছিল। ফলে তা একটি নতুন সভ্যতার নিদর্শন হয়ে উঠল, যা উত্তরে ও দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি ইউরোপ ও আরব রাষ্ট্রগুলোতে তা ঢুকে পড়ল এবং পৃথিবীর সকল মহাদেশের ভূখণ্ডগুলো তার পদানত হল। বেলিগ্রেট জয়ের পূর্বে উসমানীয়রা বসনিয়া, হর্জগোভিনা ও কৃষ্ণ পাহাড়ীয় অঞ্চলগুলোতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল

অতঃপর যখন সুলতান সুলাইমান আলকানুনির শাসনামল শুরু হল, তখন তিনি মাযারের সম্রাটের নিকট একজন দূত প্রেরণ করলেন, সম্রাটকে ইসলাম গ্রহণ অথবা জিযিয়া প্রদানের আহ্বান করার জন্য। কিন্তু সম্রাটের নিকট যাওয়ার সাথে সাথেই সম্রাট দূতকে হত্যা করার আদেশ দিলেন।

এজন্য সুলতান সুলাইমান নিজ সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন এবং স্বয়ং তিনি অগ্রবাহিনীর সাথে রওয়ানা দিলেন বেলিগ্রেট শহর বিজয় করার জন্য। আর তিনি তার উদ্দেশ্যে সফল হয়েছিলেন।

সুলাইমান আলকানুনি মনে মনে ভাবলেন, সেনাবাহিনীকে এমন একটি লোকসমাগমের দিনে শহর থেকে বের করতে হবে, যেদিন অন্যান্য দেশের দূতগণ তাদেরকে প্রত্যক্ষ করবে। যেন মাযারের বিরুদ্ধে একটি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ হয়ে যায় এবং আরেকটি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ হয়ে যায় ইউরোপিয়ানদের সাথে। যাতে তারা মাযারের সহযোগিতা করার সাহস না করে।

অতঃপর সুলতানি বাহিনী মার্চ করল। এমনকি সুরক্ষিত বেলিগ্রেট শহরের দুর্গ প্রাচীরগুলোর নিকট পর্যন্ত পৌঁছে গেল এবং কয়েকটি যুদ্ধ ও সংঘাতের পর পরিপূর্ণ বিজয় অর্জিত হল। ৯২৭ হিজরীর ৪ ঠা রামাযান দুর্গ বিজিত হল। আর বেলিগ্রেট শহর বিজয় হল একই মাসের ২৭ ই রামাযান।

খুব দ্রুতই চতুর্দিকে মুসলমানদের বিজয়ের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। ফলে এই মহা বিজয়ের অভিনন্দন জানানোর জন্য ইউরোপীয় সম্রাটরা নিজ নিজ প্রতিনিধি দল পাঠাতে লাগল।

আগামী আসরে মুসলমানদের যুদ্ধসমূহের মধ্য থেকে আরেকটি যুদ্ধ নিয়ে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে ইনশাআল্লাহ।

বিজয়ের মাস পর্ব - ৫ - খান আল আসালের স্বাধীনতা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর। আম্মাবাদ...

বিজয়ের মাস সিরিজের পর্বগুলো আমরা পূর্ণ করব। আমাদের আজকের প্রতিশ্রুত আলোচনা শামের যুদ্ধসমূহের মধ্য থেকে একটি যুদ্ধের ব্যাপারে তা হল খান আল-আসালের স্বাধীনতা। ১৪৩৩ হিজরীতে জাবহাতুন নুসরার মুজাহিদগণ অন্যান্য গ্রুপগুলোর সাথে মিলে যৌথভাবে খালি খান আসাল মুক্ত করার জন্য পরিকল্পনা ও অভিযান পরিচালনা করেন। যেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত এলাকা। কারণ তার সীমানা হালাব শহরের দোরগোড়ায় গিয়ে পৌঁছেছে এবং তার উপর দিয়ে চলে গেছে দামেস্ক ও হালাবের আন্তর্জাতিক সড়ক। এছাড়াও এটা সরকার ও রাশিয়ান বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ঘাটি। মুজাহিদগণ তাদের রবের উপর ভরসা করলেন এবং আসবাব গ্রহণ করলেন। তাই তারা রাশিয়ান ঘাটিসমূহ ও সরকারি স্থাপনাগুলোর উপর হামলা করার জন্য শক্তিশালী প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।

মুজাহিদ বাহিনীগুলো বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে প্রবেশ করা আরম্ভ করলেন। আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। মুজাহিদগণ সেখানে বিজয় লাভ করলেন। সরকারি বাহিনীর শত শত সৈন্যকে হত্যা করলেন, যাদের মধ্যে বড় বড় কমান্ডারও ছিল। আর বহু সংখ্যককে বন্দী করলেন।

আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন প্রকার গনিমত ও বহু অস্ত্র-শস্ত্রের মাধ্যমে মুজাহিদগণের উপর অনুগ্রহ করলেন। সেটা ছিল আল্লাহর কুদরতের দিনসমূহের মধ্যে একটি দিন। সেটা ছিল বাতিলের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়ার দিন। সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহরই। আগামী আসরে আমাদের প্রতিশ্রুত আলোচ্য বিষয়: সিন্ধু বিজয়। ওয়াস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

বিজয়ের মাস পর্ব - ৬ - সিন্ধু বিজয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর। আম্মাবাদ...

বিজয়ের মাস সিরিজের পর্বগুলো আমরা পূর্ণ করব। আমাদের আজকের প্রতিশ্রুত আলোচনা সিন্ধু বিজয়। সিন্ধুর নিয়মতান্ত্রিক বিজয়ের পূর্বেও সেখানে ধারাবাহিকভাবে অনেক হামলা ও যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। খলিফায়ে রাশেদ হযরত ওমর রাযি, এর জামানার থেকে খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিকের শাসনামল পর্যন্ত, যার শাসনামলে এই বিজয়টি সংঘটিত হয়েছে হিজরী ৯৩ সনে।

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আস-সাকাফী বিভিন্ন সময়ে একাধিক সেনাপতিকে পাঠিয়েছিলেন সিন্ধু দেশটি বিজয় করার জন্য। কিন্তু তারা সফল হননি এবং সকলেই নিহত হয়েছেন। সর্বশেষে সিদ্ধান্ত হয় তরুণ সেনাপতি মুহাম্মদ ইবনে কাসিম আস-সাকাফীকে সেনাপতি হিসাবে নির্ধারণ করার, যিনি সিন্ধু বিজেতা হিসাবে পরিচিত। সে সময় তার বয়স ছিল ২৭ বছর (এখানে এটা বলল, কিন্তু সব জায়গায় তো ১৭ বছরের কথা আছে।) মুহাম্মদ ইবনে কাসিম সেনাবাহিনী নিয়ে সিরাজ থেকে মাকরান পর্যন্ত ভ্রমণ করেন এবং মাকরানকেই বিজয়ের ঘাটি ও সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার কেন্দ্রবিন্দু বানান।

অতঃপর পাকিস্তানের করাচীর নিকটবর্তী দেবল বিজয়ের জন্য অগ্রসর হন। তাকে অবরোধ করেন এবং তার উপর মিনজানিক স্থাপন করেন। অবশেষে তিন দিনের অবিরাম যুদ্ধের মাধ্যমে তা বিজিত হয়। সেখানকার বড় বড় উপাসনালয়গুলো ধ্বংস করে দেন, যেখানে সকল উপাস্য ও মূর্তিদের বসবাস ছিল এবং অনেক মসজিদ নির্মাণ করেন। তাকে ইসলামী শহরে পরিণত করেন, তার থেকে সকল বৌদ্ধদের সকল চিহ্ন মুছে দেন। সেখানে চার হাজার মুসলিমকে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য রেখে যান।

দেবল বিজয় সিন্ধুবাসীদের উপর ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে। ফলে তারা সন্ধির আবেদন করতে থাকে। তারপর তিনি হায়দারাবাদ গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করেন। তিনি যে শহর দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তাকেই সন্ধির মাধ্যমে বা শক্তিবলে জয় করে নিচ্ছিলেন। এমনকি সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। মাহরানের নদী অতিক্রম করলেন। সিন্ধুর রাজা দাহির ঘটনার আকস্মিকতায় মোকাবেলার জন্য অগ্রসর হল।

ঘুরতর যুদ্ধ সংঘটিত হল। যুদ্ধের শুরুর দিকেই রাজা দাহির নিহত হল। তার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হলে গেল। আর তার নিহত হওয়ার কারণে সমস্ত সিন্ধু দেশ আনুগত্য মেনে নিলো এবং তা ইসলামের রাষ্ট্রের একটি অংশ হয়ে গেল।

মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের কীর্তির সামনে ইসকান্দার মাকদুনির শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রসিদ্ধিও ম্লান হয়ে গেল। যিনি তার এক হাজার বছর পূর্বে সিন্ধের সামান্য অংশ জয় করতে ব্যর্থ হয়েছিল। অথচ সে সময় তার জনসংখ্যা এই সময়ের জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশেরও কম ছিল।

ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখেছে, যদি মুহাম্মদ ইবনে কাসিম চাইতেন, তার সেনাবাহিনী নিয়ে চীন বিজয় করার অগ্রসর হবেন, তাহলে কোন বাঁধা তাকে বাঁধা দিতে পারত না। কারণ প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন প্রভাবশালী ব্যক্তিদের একজন।

আগামী আসরে ইসলামের আরেকটি যুদ্ধ নিয়ে আপনাদের সাক্ষাৎ করব ইনশাআল্লাহ। আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

বিজয়ের মাস পর্ব - ৭ - ফাইয়ুম বিজয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর। আম্মাবাদ...

বিজয়ের মাস সিরিজের পর্বগুলো আমরা পূর্ণ করব। আমাদের আজকের প্রতিশ্রুত আলোচনা মিশর অভিযানের ধারাবাহিকতায় ফাইয়ুম বিজয়। আমরা ইবনুল আস রাযি, এর নেতৃত্বে আইনুশ শামছের যুদ্ধে রোমানদের বিরুদ্ধে বিশাল বিজয় অর্জন, বায়যান্টাইন শক্তির উপর অবরোধ আরোপের বিচক্ষণী পরিকল্পনা সফলতা লাভ এবং তাদের সিংহভাগ সৈন্য ধ্বংস হওয়ার পর আমরা রাযি, এ বিজয়কে কাজে লাগালেন। মাক্কা শহরে দিকে যাত্রা করলেন এবং তাতে প্রবেশ করে কোন যুদ্ধ ছাড়াই তার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নিলেন।

খলিফা ওমর রাযি, এর পক্ষ থেকে সাহায্য এসে পৌঁছার পূর্বেই তিনি সৈন্যদেরকে ফাইয়ুম অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য রওয়ানা করিয়ে দিলেন। রোমানরা মুসলিমদের যাত্রা রুখতে চেষ্টা করল। এজন্য তারা অশ্বারোহী ও তীরন্দাজ সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করল। মুসলমানগণ তাদেরকে শেষ করে দিলেন।

অতঃপর বায়যান্টাইন শক্তির দৃঢ়তার সামনে মুসলমানগণ মরুভূমিতে যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য হলেন। এমনকি তারা বাহানছায় পৌঁছে গেলেন এবং রোমান দাস্তিকতা চূর্ণ করে দিলেন। এমনভাবে ইউহান্নার দাস্তিকতাও চূর্ণ করে দিয়েছিলেন, যে উক্ত অঞ্চল রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীর সেনাপতি ছিল এবং আবযুতের দিকে পলায়ন করে যান। যখন উক্ত অঞ্চলের শাসক সুইডুস এটা জানতে পারল এবং আরো জানতে পারল যে, ইসকান্দারিয়ার শাসক মুসলমানদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য চেষ্টা করছে, তখন সে ব্যাবিলন দুর্গের উদ্দেশ্যে পলায়ন করে চলে গেল।

আমর ইবনুল আস রাযি, উম্মিদীনে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর ফাইয়ুম শহরেও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বোচ্চ প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। তখন ফাইয়ুমের দায়িত্বে ছিল দুমানতিতানুস। কারণ সেখানকার মূল শাসক মুসলমানদের উপর্যোপূরী বিজয়ের সংবাদ শুনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ফাইয়ুম শহর ও তার ক্ষমতা ত্যাগ করে নিয়াকুসের দিকে পলায়ন করেছিল।

আমর রাযি, এটা জানতে পেরে কোমর বেঁধে নামলেন এবং তার সেনাবাহিনীর একটি দল পাঠালেন ফাইয়ুম শহরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য। এভাবে ফাইয়ুম ও আবযুত শহরদ্বয় পরিপূর্ণ বিজয় হল। মুসলমানদের বিজয় সম্পন্ন হল এবং রোমানদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল।

আগামী আসরে কুবরুস বিজয় নিয়ে আবার আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে ইনশাআল্লাহ।

বিজয়ের মাস পর্ব - ৮ - কুবরুস বিজয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর। আম্মাবাদ...

বিজয়ের মাস সিরিজের পর্বগুলো আমরা পূর্ণ করব। আমাদের আজকের প্রতিশ্রুত আলোচনা কুবরুস দ্বীপ বিজয়। কুবরুস সে সকল অঞ্চলগুলোর মধ্যে একটি, যেগুলো মুআবিয়া রাযি. এর শাসনামলের শুরুর দিকে, হিজরী ২৮ সনে মুসলমানগণ জয় করেছিলেন।

অতঃপর যখন মুসলমানগণ দুর্বল হয়ে পড়ল, তখন ক্রুসেডাররা আক্রমণ করে তা ছিনিয়ে নিল। অতঃপর এটাই ইসলামী বিশ্বের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য ক্রুসেডারদের ঘাটিতে পরিণত হল। ৭৬৩ হিজরীতে কুবরুসের শাসক ইস্কান্দারিয়ার বিরুদ্ধে ক্রুসেড হামলার জন্য অগ্রসর হল, যখন তার অধিবাসীরা ছিল সম্পূর্ণ বেখবর। ফলে সে সহজেই সেখানে প্রবেশ করল এবং হত্যা, বন্দি ও লুণ্ঠন চালাল।

এটা ছিল মুসলমানদের উপর এক বিরাট হত্যাযজ্ঞ। এ অঞ্চলের লোকেরা ইতিপূর্বে কখনো এমন মর্মান্তিক ঘটনার শিকার হয়নি। তারপর থেকে ইস্কান্দারিয়ার সকল শাসকগণ তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা, কুবরুস মুক্ত করা ও তার শাসকদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকতেন।

অবশেষে সুলতান 'বারসাবাই'র শাসনামল আসল। তিনি এই দ্বীপটি মুক্ত করার দৃঢ় সংকল্প করলেন। তার বিরুদ্ধে একের পর এক তিনটি অভিযান প্রেরণ করলেন। যার প্রতিটিই ছিল রামাযানে। তৃতীয় অভিযানটি পরিচালিত হয়েছিল চারজন মুসলিম শাসকের নেতৃত্বে। সে সময় মুসলমানগণ জিহাদে নাম লেখানোর জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করল। এমনকি যখন সেনাবাহিনী যথেষ্ট পরিমাণ হয়ে গেল, তখন একদল লোক অনুমতি ছাড়াই জিহাদে বের হয়ে পড়ল

তারচেয়েও অধিক আশ্চর্যের বিষয় হল, মানুষ মুসাফিরদের চেহারার দিকে তাকাত জিহাদের চিহ্ন বুঝার জন্য এবং বুঝতও। কারণ জিহাদে অংশগ্রহণের আনন্দে চেহারার মধ্যে উৎফুল্লতা ও উজ্জ্বলতা বিদ্যমান থাকত।

যেদিন মুজাহিদগণ বের হলেন, সেদিনের অবস্থা ভাষায় ব্যক্তি করা সম্ভব নয়। সকল মানুষ একত্রিত হল তাদের বিদায় জানানোর জন্য। সকলে করজোড়ে অনুনয়-বিনয় করে আল্লাহর দরবারে দু'আ করল। যখন ইসলামী জাহাজগুলো কুবরুস দ্বীপে গিয়ে উপনীত হল, সেখানে মুজাহিদগণ অবতরণ করলেন। অতঃপর একের পর এক শহর-গ্রাম বিজয় করতে লাগলেন আর ক্রুসেডাররা পিছু হটতে লাগল।

তারা ইউরোপের শাসকদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে তারা সাহায্য পাঠাল। সে সাহায্য বাহিনীই ছিল মুসলমানদের সংখ্যার দ্বিগুণ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সৈন্য ও রসদ কম থাকা সত্ত্বেও মুজাহিদগণকে সুদৃঢ় রাখলেন এবং তাদের হাতে বিজয় দান করলেন।

কুবরুসের শাসক বন্দী হল। মুজাহিদগণ বন্দীদের নিয়ে মিশরে ফিরে গেলেন। বন্দীদের মধ্যে ছিল কুবরুসের সম্রাটও। মানুষ আল্লাহর সাহায্যে সীমাহীন আনন্দিত হল। সুলতানও আনন্দিত হলেন। আনন্দের আতিশয্যে ক্রন্দন করলেন। তার কান্নায় জনগণও ক্রন্দন করল। সে সময়ের ব্যাপারে জনৈক কবি বলেন:

হে শ্রেষ্ঠ সম্রাট! আপনি হয়েছেন ধন্য। মর্যাদার তরবারী দিয়ে কুবরুস বিজয়ের জন্য।

এমন বিজয়, যা রামাযান মাসে হয়েছে সম্পন্ন। তাই শ্রেষ্ঠদের শ্রেষ্ঠ আপনি, সকলের বরণ্য।

আগামী আসরে আবার আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে জুবর যুদ্ধ নিয়ে।

বিজয়ের মাস পর্ব - ৯ - জুবর বিজয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর। আম্মাবাদ...

বিজয়ের মাস সিরিজের পর্বগুলো আমরা পূর্ণ করব। আমাদের আজকের প্রতিশ্রুত আলোচনা জুবর যুদ্ধ। ১৪৩৪ হিজরীতে মুজাহিদগণ দামেস্কের গুতায় প্রবেশ করলেন, যেটা মহাযুদ্ধের সময় মুসলিমদের শিবির হবে। জুবর গ্রামে অবস্থিত বিদ্যুৎ কোম্পানি মুক্ত করার যুদ্ধে। বিদ্যুৎ কোম্পানিটি সরকারের ঘাটি ছিল, যেখান থেকে তারা মুসলিম অঞ্চলগুলোতে হামলা চালাত।

তাই মুজাহিদগণ সিদ্ধান্ত নিলেন, বিদ্যুৎ কোম্পানিতে হামলা করবেন। প্রথমেই তারা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করলেন এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। পরিকল্পনাটি ছিল পূর্বের যেকোন পরিকল্পনা থেকে ভিন্ন। তা হল মুজাহিদীনদের এলাকা থেকে একটি সুড়ং খনন করবেন, যা বিদ্যুৎ কোম্পানির একেবারে ভিতরে গিয়ে পৌঁছবে। এভাবে শত্রুকে তার নিজ ঘরেই আকস্মিকভাবে হামলা করবেন।

মুজাহিদগণ ছিলেন কাফেরদের উপর আল্লাহর প্রেরিত বাহিনীর মত। তাই তারা আকস্মিকভাবে তাদের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং জমিনের নিচ থেকে তাদের উপর হামলা করলেন। উভয় বাহিনীর মাঝে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। রহমানের সৈন্যদল ও শয়তানের বাহিনীর মাঝে।

শত্রুরা মুজাহিদগণের আক্রমণের সামনে টিকে থাকতে পারল না। ফলে অবস্থা এমন হল যে, তাদের কতক নিহত, কতক আহত ও কতক এমনভাবে পলায়ন করল, যে সঙ্গে কিছুই নিয়ে যেতে পারল না। মুজাহিদদের পরিপূর্ণ বিজয় হল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। অনুগ্রহ তারই পক্ষ হতে।

আগামী আসরে আবার সাক্ষাৎ হবে শামাহী যুদ্ধের আলোচনা নিয়ে। ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

বিজয়ের মাস পর্ব - ১০ - শামাহী যুদ্ধ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর। আম্মাবাদ...

বিজয়ের মাস সিরিজের পর্বগুলো আমরা পূর্ণ করব। আমাদের আজকের আলোচনা ৯৬৮ হিজরীতে সংঘটিত শামাহী যুদ্ধ। সাফাবী সাম্রাজ্যের সাথে উসমানীয় সাম্রাজ্যের অবিরাম লড়াই এবং কঠিন শত্রুতা চলছিল। সাফাবী রাজ্যটি রাফেযী শিয়া জগতের নেতৃত্বে ছিল। তারা মাত্র ৫% লোকের প্রতিনিধিত্ব করছিল আর এর বিপরীতে উসমানীয় সাম্রাজ্য ৯৫% আহলুস সুন্নাহর প্রতিনিধিত্ব করছিল।

এর সাথে ছিল রাফেযীদের চিরাচরিত বিদ্বেষ, যার কারণে তারা সর্বদাই উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ইসলামের শত্রুদের থেকে সাহায্য গ্রহণ করত। উসমানীয় সাম্রাজ্য তাদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের সময়টিকে একটি সুযোগ হিসাবে কাজে লাগালেন। তাই সুলতান মুরাদ তৃতীয় জুরজিয়ার দিকে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তারা জুরজিয়া ও আতাফলীসের রাজধানী বিজয় করে নিল। এটা ছিল ৯৮৫ হিজরীতে। শীত মওসুম আসার সাথে সাথে যুদ্ধ থেমে গেল।

পরবর্তী গ্রীষ্মে উসমানীয়রা পুনরায় আজারবাইয়ান বিজয়ের জন্য অগ্রসর হল। তখন সাফাবীরা বিশাল এক সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে বের হয়ে ককেশাসের সীমান্তবর্তী শামাহী শহরের নিকট এসে থামল। উভয় বাহিনী মুখোমুখি হল এবং তাদের মাঝে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হল। উসমানীয়গণ মহান বিজয় লাভ করলেন এবং উত্তর আজারবাইয়ানকে উসমানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। ১৫ হাজারেরও অধিক রাফেযী নিহত হল।

বর্তমানেও একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। শামে রাফেযীরা আহলুস সুন্নাহর বিরুদ্ধে ক্রুসেডার ও নাস্তিকদের সাথে জোট গঠন করেছে। তারা এখনো ব্যর্থ ও পরাজিত হবে ইনশাআল্লাহ, যেমন তাদের পূর্বসূরীরা পরাজিত হয়েছিল। আগামী আসরে বুইবের ঘটনা নিয়ে আবার সাক্ষাৎ হবে ইনশাআল্লাহ।

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

বিজয়ের মাস পর্ব - ১১ - বুইবের যুদ্ধ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর। আম্মাবাদ...

বিজয়ের মাস সিরিজের পর্বগুলো আমরা পূর্ণ করব। আমাদের আজকের আলোচনা বুইবের যুদ্ধ সম্পর্কে।

হিজরী ১৩ সনে জিসরের যুদ্ধের পর ওমর রাযি, পারস্য বাহিনী থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ ও ইরাকে ইসলামের প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। পারস্যবাহিনী মুসান্না ইবনে হারেসার বাহিনীর আগমন সংবাদ শুনতে পেয়ে একটি বাহিনী প্রেরণ করল, যার প্রধান ছিল মাহরান। উভয় বাহিনী কুফার নিকটবর্তী বুইব নামক স্থানে এসে মুখোমুখি হয়। তাদের মাঝে ফুরাত নদী ব্যতীত কোন ব্যবধান ছিল না।

মাহরান মুসান্নাকে বলে পাঠায়: হয়ত তুমি নদী পার হয়ে আস, নয়ত আমরা পার হয়ে আসি! অবশেষে পারস্য বাহিনীই নদী অতিক্রম করে মুসলিম বাহিনীর নিকট আসল এবং রামাযান মাসে উভয় বাহিনীর মাঝে সংঘর্ষ লেগে গেল।

তুমুল যুদ্ধ হল। পারস্য বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় মুসলিমগণ অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির শিকার হলেন। যুদ্ধের সময় প্রলম্বিত হতে দেখে মুসান্না তার বাহিনীর একদল বাহাদুরকে একত্রিত করলেন, তার বাহন পাহারা দেওয়ার জন্য। তারপর তিনি মাহরানের উপর হামলা করে তাকে তার স্থান থেকে হটিয়ে দিলেন। অতঃপর এক ক্রীতদাস আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে ফেলল।

তারপর সমস্ত পারস্য বাহিনী ব্রিজের দিকে পলায়ন করতে লাগল। কিন্তু মুসান্না পূর্বেই ব্রিজ ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। তাই তারা বাধ্য হয়ে পুনরায় যুদ্ধে ফিরে আসল। ফলে তাদের অসংখ্য সৈন্য নিহত হল, অসংখ্য নদীতে ডুবে গেল।

পারস্যবাহিনীর হাজার হাজার সৈন্য ক্ষয় হল। মুসলিমগণ অনেক গনিমত লাভ করলেন। অতঃপর বিজয়ের সুসংবাদ ও গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ সহ একজন দূতকে খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর রাযি, এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন।

ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনাটিকে ইসলামের বড় বড় যুদ্ধগুলোর মধ্যে একটি হিসাবে গণ্য করেছেন। শুধু তাই নয়, ইবনে কাসীর রহ. এর সাদৃশ্য দিতে গিয়ে বলেন, এটা সিরিয়ার ইয়ারমুকের যুদ্ধের ন্যায়।

পরবর্তী আসরে দেখা হবে এন্তাকিয়া বিজয়ের আলোচনা নিয়ে। ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

বিজয়ের মাস পর্ব - ১২ - এন্তাকিয়া বিজয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর। আম্মাবাদ...

বিজয়ের মাস সিরিজের পর্বগুলো আমরা পূর্ণ করব। দ্বাদশ পর্ব এন্তাকিয়া বিজয়। ৬৬৬ হিজরীর ১২ রামাযান এন্তাকিয়ার সাথে যুদ্ধের প্রতিশ্রুত তারিখ ছিল। এন্তাকিয়া ছিল ক্রুসেডার সাম্রাজ্যের রাজধানী। এটি ছিল ইসলামী বিশ্বে থেকে যাওয়া তিনটি ক্রুসেডার সাম্রাজ্যের একটি, যেগুলো ওই সময়ের মুসলিম রাজাগণ জয় করেন। মুসলিম সেনাপতি জহির বাইবার্স এন্তাকিয়া বিজয়ের জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। উক্ত বাহিনীটি সিরিয়ার পথ অতিক্রম করে যায়। অবশেষে এন্তাকিয়া গিয়ে পৌঁছে এবং চতুর্দিক থেকে তাকে অবরোধ করে ফেলে।

নিশ্চিত অবরোধ। দিনটি ছিল জুমআর দিন। খৃষ্টানগণ যখন আত্মসমর্পণের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে, তখন মুসলিমগণ প্রাচীরে আরোহণ করে শহরের ভেতর প্রবেশ করে। ফলে উভয় দলের মাঝে এক ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ক্রুসেডারদের বিরাট সংখ্যক নিহত হয় এবং অনেকে বন্দী হয়। এক লক্ষ ক্রুসেডার যোদ্ধা ইসলামী বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি।

এভাবেই এন্তাকিয়া বিজয় হয় এবং এটাই অন্য সকল ক্রুসেডার সাম্রাজ্যগুলোও পতনের কারণ হয়।

এন্তাকিয়ার শাসক ছিল রাজ্যের বাইরে। তাই জহির বাইবার্স আল্লাহর দ্বীনের দাপট প্রকাশার্থে তার উদ্দেশ্যে একটি পত্র প্রেরণ করেন:

আমরা রামাযানের এক শনিবারে তা জয় করেছি। আর তুমি যাদেরকে তা সংরক্ষণের জন্য নির্বাচিত করেছ, আমরা তাদের প্রত্যেককে হত্যা করেছি। তুমি যদি তোমার ঘোড়সওয়ারদেরকে দেখতে, যখন তারা মাটিতে লুটিয়ে অশ্বে পদপিষ্ট হচ্ছিল, যদি তোমার দেশকে দেখতে, তাতে লুটপাট হচ্ছিল, যদি তোমার সম্পদরাজি দেখতে, যেগুলো স্তূপ স্তূপ করে মাপা হচ্ছিল, যদি তোমার বাদীদেরকে দেখতে যে, তাদের প্রত্যেক চারজনকে মাত্র এক দিনার দিয়ে মালিক থেকে বেচা-কেনা করা হচ্ছে, যদি

দেখতে তোমার প্রাসাদকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায়, আর দেখতে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হওয়ার পূর্বে দুনিয়ার আগুনে নিহত হওয়ার দৃশ্য, তবে অবশ্যই তুমি বলতে: হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম!

আমরা তোমার সাথীদেরকে দুর্গ থেকে অবতরণ করতে বাধ্য করেছি। তাদেরকে কপালের গুচ্ছ চুল ধরে টেনে নিয়েছি এবং তাদেরকে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছি। অবাধ্যতার কোন বস্তুই অবশিষ্ট নেই, একমাত্র নদী ব্যতীত। সক্ষমতা থাকলে সেও অবাধ্য নাম ধারণ করত না। আর সে অনুশোচনায় অশ্রু প্রবাহিত করত।

এটাই হল ইসলামের শৌর্যবীর্য। আল্লাহ, তার রাসূল ও মুমিনদের জন্যই তো সকল প্রতাপ ও মর্যাদা। কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না।

সামনের আসরে হাবাশার যুদ্ধাভিযানসমূহ সম্পর্কে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ্।

ওয়াস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

বিজয়ের মাস পর্ব - ১৩ - হাবশার যুদ্ধসমূহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর। আম্মাবাদ...

বিজয়ের মাস সিরিজের পর্বগুলো আমরা পূর্ণ করব। আমাদের আজকের আলোচনা হাবশার যুদ্ধসমূহ।

হিজরী ৯৩৫ সনে, যখন হাবশায় মুসলিমদের রাজনৈতিক কাঠামো আত্মপ্রকাশ লাভ করে এবং তারা সেখানে সাতটি ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজ্যগুলোর পাশেই ছিল একটি খৃষ্টান সাম্রাজ্য। আকসুম শহরকে তারা নিজেদের রাজধানী বানিয়েছিল।

তারা মুসলিমদেরকে শত্রুতার টার্গেট বানিয়েছিল। তাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে ফেতনায় ফেলত এবং তাদের উপর সংকীর্ণতা আরোপ করত। একের পর এক অনেকগুলো মুসলিম মুজাহিদ শাসক অতিবাহিত হয়, যাদের অধিকাংশই যুদ্ধক্ষেত্রে অযোগ্য প্রমাণিত হয়। যখনই একজন অযোগ্য প্রমাণিত হত, তখনই তারপর আরেকজন আসত। অবশেষে ক্ষমতা আসে ইসলামের এক মহান মুজাহিদ ও বিখ্যাত বীর সেনাপতির হাতে। তিনি হলেন ইমাম আহমাদ জারান, যেমনটা মুসলিমগণ তার নাম বলে থাকে।

এই মহান ইমাম দেখলেন, তিনি একটি দুর্বল ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যারা খৃষ্টানদেরকে জিযিয়া দেয়, যা ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই তিনি মুসলিমদেরকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর প্রতি আহ্বান করার মাধ্যমে শক্তিশালী করে তুলতে সচেষ্ট হলেন এবং তাদের অন্তরে জিহাদী চেতনা শক্তিশালী করে তুললেন।

তিনি হাবশার সকল ইসলামী সাম্রাজ্যগুলোকে এক করতে সমর্থ হলেন। অতঃপর তিনি সর্বপ্রথম যে কাজটি করলেন, তা হল নাসাদেরকে জিযিয়া প্রদান করতে অস্বীকার করা। ফলে অবশ্যস্বাবী যুদ্ধ লেগে গেল। ইমাম আহমাদ জারান অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সকল ইসলামী গোত্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হলেন এবং তাদের মাধ্যমে একটি বিরাট আক্রমণাত্মক বাহিনী গড়ে তুললেন।

তিনি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর ঘোষণা দিলেন। ফলে হাবশায় একের পর এক মুসলিমদের বিজয় হতে লাগল। আর খৃষ্টান শহরগুলোর পতন হতে লাগল। এমনকি এভাবে তিনি মধ্য ও দক্ষিণ হাবশায় প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন। হাবশীরা ব্যাপকহারে ইসলামকে নিজেদের বুকে জড়িয়ে নিতে লাগল। এমনকি তাদের জনৈক সেনাপতি তার সৈন্যদের সাথে একসাথে ইসলাম গ্রহণ করলেন, যাদের সংখ্যা বিশ হাজারে পৌঁছে যায়।

তারপর আর পরাজিত রাখার নীতিকূট সফল হয় না। ফলে খৃষ্টান সম্রাট তার পতনোন্মত্ত সেনাবাহিনীকে একত্রিত করল এবং বিরাট বাহিনী নিয়ে মুসলিমদের দিকে অগ্রসর হল। উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলে মুসলিমগণ ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন। ফলে আল্লাহর তার মুমিন বান্দাদেরকে সাহায্য করলেন।

অধিকাংশ কাকের নহত হল। আকসুকের পথ বিজয় হল। পরবর্তীতে মুসলিমগণ আকসুকের উপরও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে নিজ বান্দাদের প্রতি আল্লাহর বিজয় ও ক্ষমতা দানের ওয়াদা বাস্তবায়িত হল।

আগামী আসরে দেখা হবে সফদ বিজয় নিয়ে। ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

বিজয়ের মাস পর্ব - ১৪ - সফদ বিজয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর। আম্মাবাদ...

বিজয়ের মাস সিরিজের পর্বগুলো আমরা পূর্ণ করব। আমাদের আজকের আলোচনা সফদ বিজয়।

হিজরী ৫৮৪ সনে ইউরোপিয়ানরা তাদের সকল দলবল ও অশ্ববাহিনী নিয়ে মুসলিম দেশগুলোর উপর হামলে পড়ল। এমন এক ক্রুসেড হামলা, যার নজীর ইতিপূর্বে কখনো অতিবাহিত হয়নি। ফিরিজিরা ইসলামী বিশ্বের হৃদপিণ্ড অনেকগুলো অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফেলল এবং বিশাল ক্রুশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করল।

কিন্তু খুব দ্রুতই মুসলমানদের চৈতন্য ফিরল। উলামা ও খতীবগণ জিহাদী দাওয়াতের আন্দোলন শুরু করে দিলেন। হিম্মত জাগিয়ে তুলতে লাগলেন। সংকল্পে ধার দিতে লাগলেন। এরপর মুসলিমগণ ওই সকল ক্রুসেড সাম্রাজ্যগুলোর উপর আক্রমণ করে ইসলামী দেশগুলো পুনরুদ্ধার করতে লাগলেন।

জিহাদের পতাকা হাতে নিলেন ক্রুসেডারদের আতঙ্ক, বাইতুল মুকাদ্দাস বিজেতা সালাহুদ্দীন আইয়ুবী (রহিমাহুল্লাহ)। যার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহর পথে জিহাদ এবং যিনি তার সমস্ত শক্তি ও সম্পদ এই উদ্দেশ্যের জন্য নিয়োজিত করেছিলেন।

ফলে তার যুগটা প্রকৃত অর্থেই ইলম ও জিহাদের যুগ ছিল। তার হাতে অনেক বিজয় সাধিত হয়। তার সবচেয়ে স্মরণীয় দিন ছিল হিত্তিনের যুদ্ধের দিনটি। যেদিন ক্রুশগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়েছিল, ক্রুসেডাররা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিল এবং সম্মানিত বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় হয়েছিল।

এভাবেই মুসলিমগণ একটির পর একটি অঞ্চল মুক্ত ও বিজয় করছিলেন। অতঃপর যখন ৫৮৪ হিজরীর রামাযান মাস আসল, তখন সফদ শহরের পালা আসল। সেটা একটি বড় শহর, যা একটি সুরক্ষিত দুর্গসদৃশ। যাকে চতুর্দিক থেকে সমুদ্র বেষ্টিত করে ছিল। যা তার নিরাপত্তা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তার সুরক্ষা মজবুত করেছিল।

মুসলিমগণ তা অবরোধ করলেন। অবরোধ পুরো রামাযান মাস ব্যাপী দীর্ঘ হল। মুসলিমগণ বিজয়ের ব্যাপারে নিরাশ হলেন না, যদিও মিনজানিকের আঘাত খেয়েও সেখানকার অধিবাসীদের ঔদ্ধত্য একটুও কমেনি। পুরো রামাযান মাস ব্যাপী যুদ্ধ চলে, অথচ মুসলিমগণ ছিলেন রোজাদার। অতঃপর যখন শাওয়ালের চতুর্থ তারিখ হল, তখন নিরাপত্তা চুক্তির ভিত্তিতে শহরের কর্তৃত্ব হস্তান্তর করা হল। মুসলিমগণ শহরটি পুনরুদ্ধার করলেন। অতঃপর ইমাম সালাহুদ্দীন আইয়ুবী আরেকটি বিজয় অর্জন করলেন, যা তার বিজয়াভিযানগুলোর সাথে যুক্ত হয়।

আগামী পর্বের আলোচনা বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়।

ওয়াস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

বিজয়ের মাস পর্ব - ১৫ - বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর। আম্মাবাদ...

বিজয়ের মাস সিরিজের পর্বগুলো আমরা পূর্ণ করব। আমাদের আজকের আলোচনা বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়।

হিজরী ১৫ সন। একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক মুহূর্ত, যাকে ইতিহাস স্মরণীয় করে রেখেছে। আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাতাব রাযি, বাইতুল মুকাদ্দাসের চাবি গ্রহণ করলেন। মুসলিম সেনাবাহিনী পারস্য ও রোমের দুর্গগুলোতে প্রবেশ করছিল। এখন তাদের একমাত্র টার্গেট হল বাইতুল মুকাদ্দাস।

মুসলিমগণ অস্ত্রবলে বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করবে বা পবিত্র ভূমিতে খৃষ্টানদের রক্ত প্রবাহিত হবে, এটা খৃষ্টানরা ভাবতেও পছন্দ করত না। এজন্য তারা আমীরুল মুমিনীনের নিকট চিঠি পাঠিয়ে তাকে আসার অনুরোধ জানাল। যেন তার নিকট বাইতুল মুকাদ্দাস সমর্পণ ও তার চাবি বুঝিয়ে দিতে পারে। তাদের এই আশার কথা আমীরুল মুমিনের দরবারে পৌঁছল। তাদের আশা ব্যর্থ হল না।

মুসলিমদের নেতা হিসাবে তার সম্ভব ছিল তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করার এবং বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশের আদেশ দেওয়ার। যেভাবে তার যুগে অধিকাংশ শহরগুলো বিজিত হয়েছিল। কিন্তু তিনি এমনটি করেননি।

ওমর রাযি, বিশাল সেনাবাহিনী বা অসংখ্য সেবক ও ভৃত্যে পরিপূর্ণ ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ শোভাযাত্রা নিয়ে চলেন নি। বরং তিনি মাত্র একটি উষ্ট্রী ও তার সাথে একজন ক্রীতদাস নিয়ে সফর করলেন। আমীরুল মুমিনীন যখন বাইতুল মুকাদ্দাসের ফটকে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন গীর্জার প্রধান যাজক তার দিকে এগিয়ে আসল। তার হাতেই ছিল বাইতুল মুকাদ্দাসের চাবিসমূহ। আমিরুল মুমিনীন তার থেকে তা গ্রহণ করার পর অন্যান্য খৃষ্টানদের সাথে সেও ওমর রাযি, এর সেই চুক্তিপত্রে সই করে, যে চুক্তিতে ওমর রাযি, তাদের জান, সম্পদ ও গীর্জাসমূহের নিরাপত্তা দেন এবং তাদের উপর শর্ত করেন যে, তাদের সাথে কোন ইহুদী ফিলিস্তিনে থাকতে পারবে না।

আজ যেন আল-কুদস আমাদের মাঝে ঘোষণা দিয়ে বলছে: হে ওমর ফারুক! তুমি কি আবার ফিরে আসবে? কারণ রোমান সেনারাই এখন এখানে কর্তৃত্ব চর্চা করছে।

আগামী আসরে কাশ্মীর বিজয় নিয়ে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

বিজয়ের মাস পর্ব - ১৬ - কাশ্মীর বিজয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর। আম্মাবাদ...

বিজয়ের মাস সিরিজের পর্বগুলো আমরা পূর্ণ করব। আমাদের আজকের আলোচনা ৪০৯ হিজরীতে কাশ্মীর বিজয়।

ইয়ামীনুদ্দৌলা খাওয়ারিজমের দিক থেকে অবসর হওয়ার পর হিন্দুস্তানের শহরগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তিনি প্রথমে গজনী অভিযুগে রওয়ানা দেন। তারপর কাশ্মীর বিজয়ের উদ্দেশ্যে হিন্দুস্তানের দিকে রওয়ানা দেন। যখন তিনি কাশ্মীর আক্রমণ করবেন, সেই মুহূর্তে কাশ্মীরের রাজা এসে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

অতঃপর তিনি নিজ গন্তব্যে পৌঁছা পর্যন্ত সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকেন। পরবর্তীতে একটি অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছেন, যেটাকে মাজুন বলা হয়ে থাকে। তিনি উক্ত অঞ্চল ও তার আশপাশের সকল নিষ্কণ্টক শহর ও সুরক্ষিত দুর্গগুলো বিজয় করে নেন। অতঃপর সম্মুখে চলতে চলতে হাওদিদের দুর্গ পর্যন্ত পৌঁছলেন, যে ছিল হিন্দুস্তানের সর্বশেষ রাজা। সে দুর্গের উপরে উঠে এমন বিশাল ইসলামী বাহিনী দেখতে পেল, যা তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত ও প্রভাবিত করল। সে বুঝতে পারল যে, ইসলাম ব্যতীত কোন কিছু তাকে মুক্তি দিতে পারবে না। তাই সে প্রায় ১০ হাজার সৈন্যসহ বের হয়ে ঈমানী কালিমার ঘোষণা দিল। ইয়ামীনুদ্দৌলা তা গ্রহণ করে নিলেন।

অতঃপর তিনি একের পর এক শহর ও দুর্গ বিজয় করতে করতে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকলেন, চাই তার প্রতিরক্ষাশক্তি যতই মজবুত হোক না কেন। তারপর তিনি কালয়াদের দুর্গ অধিকার করে নিলেন, যে ছিল হিন্দুস্তানের গণ্যমান্য ও শয়তানদের মধ্যে একজন। মুসলমানগণ তার সম্পদসমূহ গনিমতরূপে নিয়ে নেন এবং তার দুর্গসমূহের মালিক হয়ে যান।

তারপর তিনি তাদের একটি উপাসনালয়ের অভিমুখে রওয়ানা দেন, যেটা হল হিন্দুস্তানের বড় উপাসনালয় এবং সমুদ্রতীরবর্তী সর্বাধিক সুন্দর ভবন। সেখানে অসংখ্য মূর্তি ছিল, যার মধ্যে পাঁচটি মূর্তি মণিমুক্তা দিয়ে খচিত লাল স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত ছিল। ইয়ামীনুদ্দৌলা এগুলো নিয়ে নিলেন এবং বাকিগুলো জালিয়ে দিলেন। তারপর তিনি কনৌজের দিকে অগ্রসর হলেন এবং তার দূর্গ অধিকার করে নিলেন। তারপর ব্রাহ্মণদের দূর্গের দিকে অগ্রসর হলেন এবং তা অধিকার করে নিলেন, যদিও ব্রাহ্মণদের সৈন্যরা বেশ বীরত্ব প্রদর্শন করেছিল। কিন্তু তারা মুসলমানদের আক্রমণের সামনে টিকে থাকতে পারল না।

তারপর তিনি ‘আসা’ দূর্গের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। তারপর শারওয়াহ দূর্গের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। তারপর তিনি বিজয়ী বেশে গজনীতে ফিরে আসেন এবং সেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের আদেশ দেন। ফলে এমন একটি ভবন নির্মাণ করা হল, যার মত ভবন পূর্বে কখনো দেখা যায়নি।

আগামী আসরে বদরে কুবরার যুদ্ধ নিয়ে আবার সাক্ষাৎ করব ইনশাআল্লাহ।

ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

বিজয়ের মাস পর্ব - ১৭ - বদর যুদ্ধ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর। আম্মাবাদ...

বিজয়ের মাস সিরিজের পর্বগুলো আমরা পূর্ণ করব। আমাদের আজকের আলোচনা হিজরী দ্বিতীয় বর্ষে বদরের যুদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সিরিয়া থেকে আগত কুরাইশের একটি ব্যবসায়ী কাফেলার আগমনের সংবাদ পৌঁছল, যার মধ্যে তাদের অনেক ব্যবসায়ী মাল সামানা আছে। রাসূলুল্লাহ সা. দ্রুত আনসার ও মুহাজিরদের ৩১৩ জন সদস্য নিয়ে বের হলেন। তাদের সাথে সত্তরটি উস্তীর চেয়ে বেশি কিছু ছিল না।

অপরদিকে ইতিমধ্যে একজন সংবাদদাতা মক্কায় পৌঁছে গেল। ফলে মুশরিকরা দ্রুত বের হয়ে পড়ল। আর তাতে তাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কেউই অবশিষ্ট রইল না। মুসলিমগণ শান্ত মন ও দিগন্তজোড়া আলো নিয়ে রাতটি কাটালেন। পরম আত্মবিশ্বাস তাদের দেহমনকে আচ্ছন্ন করে ছিল। তারা সীমাহীন প্রশান্তির মধ্যে রাত কাটালেন। আল্লাহ তা’আলা তাদের উপর হালকা বৃষ্টি বর্ষণ করলেন, যার মাধ্যমে তাদেরকে পবিত্র করলেন এবং তাদের থেকে শয়তানের ময়লা দূর করলেন।

রাসূলুল্লাহ সা. সারা রাতব্যাপী তার রবের সঙ্গে মুনাজাত ও কাকুতি মিনতি করতে লাগলেন। এমনিভাবে মুসলিমগণও তাদের রবের নিকট দু’আ ও কাকুতি মিনতি করতে লাগলেন। ফলে আল্লাহ তার ফেরেশতাদের প্রতি আদেশ নাযিল করলেন:

“স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের প্রতি এই বার্তা পাঠালেন যে, আমি তোমাদের সাথে আছি, তাই তোমরা ঈমানদারদেরকে দৃঢ়পদ রাখ। অতিসত্বর আমি কাফেরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করব।”

এমনিভাবে আল্লাহ তা’আলা তাঁর রাসূলকেও সুসংবাদ দিয়ে আয়াত নাযিল করলেন: “আমি তোমাকে এক হাজার ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করব, যারা একের পর এক আসবে।”

দ্বন্দ্বযুদ্ধের মাধ্যমে যুদ্ধ শুরু হল। এতে মুসলিমগণ বিজয় লাভ করলেন। মুশরিকরা তাদের লোকদের নিহত হতে দেখে ক্রোধে তৎক্ষণাৎ সকল সৈন্যদেরকে একযোগে হামলা করার নির্দেশ দিল। ফলে যুদ্ধের মাঠ উত্তপ্ত হয়ে উঠল। ধুলোবালি যোদ্ধাদের মাথার উপর দিয়ে উড়তে লাগল। আর মুমিনগণকে দৃঢ় রাখা ও মুশরিকদেরকে হত্যা করার জন্য ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হলেন।

রাসূলুল্লাহ সা. তার সকল সাহাবী ও আবু বকর রাযিকে সুসংবাদ জানালেন যে, এই যে জিবরীল আসছে ঘোড়ার লাগাম ধরে। তিনি মুসলিমদের সাথে মিলে যুদ্ধ করবেন এবং এই সংবাদ নিয়ে এসেছেন যে, আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে।

এই চূড়ান্ত বিজয়ের কথা শুনে সমস্ত আরব হতভম্ব হয়ে গেল। মক্কাবাসীরা এই সংবাদ শুনতে পেল। কিন্তু তারা সংবাদ বিশ্বাস করতে পারল না। অতঃপর যখন তাদের নিকট নিশ্চিত সংবাদ আসল, তখন তাদের কেউ কেউ অজ্ঞান হয়ে তৎক্ষণাৎ মারা গেল। আর তারা ঘটনার ভয়াবহতায় একে অন্যের সাথে আহাজারী করতে লাগল। তারা বুঝতে পারল না যে, তারা কী করবে?!

এ বিজয় নবজন্মা ইসলামী রাষ্ট্রটির জন্য বড় সহায়ক ছিল। এর দ্বারা মুসলিমদের প্রভাব সৃষ্টি হয় এবং সমস্ত আরব এটা শুনতে পায়।

আগামী আসরে সাক্ষাৎ হবে আমুরিয়া বিজয়ের আলোচনা নিয়ে।

ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

বিজয়ের মাস পর্ব - ১৮ - আমুরিয়া বিজয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর। আম্মাবাদ...

বিজয়ের মাস সিরিজের পর্বগুলো আমরা পূর্ণ করব। আমাদের আজকের আলোচনা ২২৩ হিজরীতে আমুরিয়া বিজয়।

আব্বাসী খলীফা মুতা'সিম বিল্লাহর জামানায় একটি ভয়াবহ ফেতনা দেখা দিল। যার কারণ ছিল বাবক আলখুররামী নামক জনৈক ব্যক্তি, যে রোম সীমান্তে অবস্থান করে রোমানদেরকে আব্বাসীদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্ররোচিত করছিল। ফলে রোমানরা আব্বাসীদের অনেক শহর ও নগরের উপর আক্রমণ চালাল এবং অনেক লোককে হত্যা ও বন্দী করল। উক্ত বন্দীদের মাঝে জনৈক হাশেমী মহিলাও ছিল, সে খলিফা মু'তাসিমের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে স্বজোরে চিৎকারে ডাকে: হায় মু'তাসিম!!

ফলে মু'তাসিম তার ডাকে সাড়া দিয়ে তৎক্ষণাৎ বের হয়ে গেলেন। যুদ্ধের আমামা বেঁধে নিলেন এবং দজলা নদীর পশ্চিম তীরে সেনাঘাটি স্থাপন করলেন। কিন্তু এতক্ষণে রোমানরা চলে গেছে।

কিন্তু খলিফা মু'তাসিম মুসলমানদের উপর যা ঘটেছে তার কারণে চুপ করে বসে থাকলেন না। আর্তনাদের ধ্বনিগুলো তখনো তার কানে বাজছে। তাই তিনি মুসলিম নেতৃবৃন্দকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন: রোমের কোন শহরটি সবচেয়ে সুরক্ষিত? সকলে জানালেন: আমুরিয়া। ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকে এ পর্যন্ত কোন শাসক তার উপর আক্রমণের ইচ্ছা পোষণ করেনি। এটা তাদের নিকট কনস্টান্টিনোপল অপেক্ষাও মর্যাদাসম্পন্ন। তিনি বললেন: তাহলে আমুরিয়াই আমাদের টার্গেট।

মু'তাসিম এ ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করলেন যে, এরপর আর রোমানদের দাঁড়ানোর জায়গা রাখবেন না। শুধু প্রতিশোধ নিয়েই শেষ নয়।

মু'তাসিম তার পাহাড়সম বিশাল বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হলেন। রোমানরা মু'তাসিমের আগমন সংবাদ শুনতে পেয়ে তাদের মোকাবেলার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করল। ফলে খলিফা মু'তাসিম তার বাহিনীকে তিনভাগে বিভক্ত করলেন। সকলেরই রোখ ছিল আমুরিয়া। তারা আমুরিয়া অবরোধ করলেন। আমুরিয়াবাসী শহরের প্রতিরক্ষা খুব মজবুত করল। শহরের উঁচু উঁচু স্থানগুলোতে লোক ও অস্ত্র বসিয়ে দিল।

কিন্তু এ সব কিছুও মুসলিমদের বাহুতে দুর্বলতা সৃষ্টি করতে পারল না। মুসলিমগণ তাদের দিকে মিনজানিক নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ফলে দেওয়াল ধ্বংস পড়তে লাগল এবং দেয়ালের এক স্থানে বিরাট ফাঁকা সৃষ্টি হয়ে গেল। মুসলিমগণ সেখান দিয়ে প্রবেশ করতে সক্ষম হলেন। অতঃপর যখন মুসলিমদের সংখ্যা বেশি হয়ে গেল, তখন তারা সম্মিলিতভাবে আল্লাহ আকবার ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ধ্বনি দিয়ে উঠলেন। এতে রোমানরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। ফলে মুসলিমগণ তাদেরকে সব জায়গায় হত্যা ও বন্দী করতে লাগলেন।

উক্ত বন্দীদের মাঝে শহরের নায়েব বামনাদিসও ছিল। তাকে খলিফার নিকট নিয়ে আসা হল। খলিফা মু'তাসিম তাকে চাবুক দিয়ে প্রহার করলেন। অতঃপর তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় খলিফার কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। এভাবেই মুসলমানগণ আমুরিয়া শহর বিজয় করলেন।

ঐতিহাসিকগণ ইসলামের সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য মু'তাসিম বিল্লাহর নাম চির স্মরণীয় করে রেখেছেন। এমনিভাবে কবিগণও তার নাম চির স্মরণীয় করে রেখেছেন। এমনই একটি কবিতা কবি আবু তামাম রচনা করেছেন, যার শুরুর অংশ হল:

গ্রন্থরাজীর চেয়ে তরবারীই অধিক সত্যভাষী, তার ধারের মাঝে আছে সত্য-মিথ্যার মীমাংসা

আগামী পর্ব রাহজানের যুদ্ধ।

ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ।

বিজয়ের মাস পর্ব - ১৯ - রাহজানের যুদ্ধ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর। আম্মাবাদ...

বিজয়ের মাস সিরিজের পর্বগুলো আমরা পূর্ণ করব। আমাদের আজকের পর্ব ১৪৩৫ হিজরীতে রাহজানের যুদ্ধ সম্পর্কে।

মুজাহিদগণ তাদের রবের উপর তাওয়াঙ্কুল করলেন, আসবাব গ্রহণ করলেন এবং রাহজান গ্রামটি মুক্ত করার জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। এটা নুসাইরী সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী গ্রাম। যার প্রতিরক্ষার মাধ্যম ছিল আশপাশের গ্রামের মুসলিমদের উপর বোম্বিং করা এবং এটা উক্ত এলাকার রাশিয়ান ঘাটি। মুজাহিদগণ রাত্রিবেলা আক্রমণ শুরু করলেন। শহীদী হামলার মাধ্যমে শুরু করলেন। যা বাস্তবায়ন করেছিলেন আবু বকর আলকুয়েতী (আল্লাহ তাকে কবুল করুন!) তারপর সকল আত্মোৎসর্গী মুজাহিদগণ গ্রামে প্রবেশ করলেন। ফলে ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, যা সারা রাতব্যাপী চলল।

পরবর্তী দিনের ফজর উদিত হওয়ার সাথে সাথে বিজয়েরও সূর্য উদিত হল। বিভীষিকাময় রজনীর অন্ধকার চিরে আলো আভা ফুটে উঠল। মুজাহিদগণ উক্ত গ্রামের উপর নিজেদের শক্তিকে মজবুত করলেন এবং সেখানেই ফজরের নামায আদায় করলেন। কয়েকটি ট্যাংক, বিভিন্ন প্রকার অস্ত্র ও অনেক ধরনের সরঞ্জাম গনিমত লাভ করলেন। প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। অনুগ্রহও তারই।

আগামী পর্বের আলোচ্য বিষয় 'মক্কা বিজয়'।

বিজয়ের মাস পর্ব - ২০ - মক্কা বিজয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর। আম্মাবাদ...

বিজয়ের মাস সিরিজের পর্বগুলো আমরা পূর্ণ করব।

আমাদের আজকের পর্ব অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয় সম্পর্কে। রাসূলুল্লাহ সা. ও মুসলিমদেরকে বাইতুল্লায় যিয়ারত, হজ্জ বা ওমরাহ করতে বাঁধা দেওয়া হল। হৃদয়বিয়ার সন্ধির পর মুসলিমগণ মদিনায় ফিরে যেতে সম্মত হলেন। মুসলিমদের পছন্দে বা অপছন্দে রাসূলুল্লাহ সা. সেই সন্ধির শর্তাবলী পালন করে যেতে লাগলেন।

অষ্টম হিজরীতে স্বয়ং কুরাইশরাই সন্ধি ভঙ্গ করল। বনু বকর, বনু খুজাআর উপর আক্রমণ চালাল। আর বনু বকর ছিল কুরাইশের মিত্র, অপরদিকে বনু খুজাআ ছিল মুসলিমদের মিত্র। কুরাইশরা তাদের অপরাধের ভয়াবহতা ও মন্দ পরিণতির বিষয়টা অনুভব করতে পারল। কিন্তু তাদের ভুল সংশোধন বা সন্ধি নবায়নের চেষ্টা সফল হল না।

রাসূলুল্লাহ সা. তার সাহাবীগণকে সফরের আদেশ করলেন। মুহূর্তটি ছিল মক্কাবাসীদের সাথে চূড়ান্ত মীমাংসার মুহূর্ত।

দশ হাজার যোদ্ধার জন্য দশ হাজার আগুন জালানো হল। আল্লাহর বিশেষ রহমত যাদেরকে বেঁটন করে ছিল। আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করে মক্কায় ফিরে সকলকে এই বলে সতর্ক ও সাবধান করলেন যে, তিনি অনুভব করেছেন যে, তার পিছনে বিশাল শক্তিশালী বাহিনী আছে, যদি তা একটু নড়ে উঠে, তাহলে তার সম্মুখের সব কিছু খড়কুটোর ন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। পুরো মক্কাবাসীকে ভয় আচ্ছন্ন করে ফেলল। মক্কার সকল পুরুষরা বুলন্ত আত্মগোপন করল। বা অনেকে মসজিদে হারামে একত্রিত হয়ে ভীত-প্রকম্পিত অবস্থায় ট্রাজেডি দেখার অপেক্ষায় রইল।

রাসূলুল্লাহ সা. সমুদ্রের ঢলের ন্যায় বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন। কিন্তু তিনি অবনত মস্তকে আল্লাহর জন্য বিনীত ও বিগলিত অবস্থায় প্রবেশ করলেন। বাইতুল্লায় তাওয়াফ করলেন। হজরে আসওয়াদে চুমু খেলেন। তার হাতে একটি ধনুক ছিল, তিনি তার সাহায্যে যে মূর্তির কাছ দিয়েই অতিক্রম করছিলেন, সেটাকেই ভুলুণ্ঠিত করে ফেলছিলেন। তারপর বেলাল কা'বায় আরোহণ করে হকের আযান দিলেন। আযানের ধ্বনি উথিত হল, সকল গর্দান তার প্রতি নত হল।

আগামী পর্বে হারিম বিজয় নিয়ে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

বিজয়ের মাস পর্ব - ২১ - হারিম বিজয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর। আম্মাবাদ...

বিজয়ের মাস সিরিজের পর্বগুলো আমরা পূর্ণ করব। আমাদের আজকের পর্ব ৫৫৯ হিজরীতে হারিম বিজয়।

ক্রুসেডারদের হাতে ধারাবাহিক পরাজয়ের তিক্ততা আশ্বাদন করার পর মুসলিমদের হুশ ফিরে এসেছিল। ফলে আল্লাহ তাদেরকে এমন কতিপয় নেতৃবৃন্দ দান করলেন, যারা জিহাদকে নিজেদের জীবনের মূল কাজ বানিয়েছিলেন এবং আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করাকে নিজেদের টার্গেট বানিয়ে নিয়েছিলেন। তাদের অন্যতম ছিলেন সুলতান নুরুদ্দীন মাহমুদ। যিনি তার পিতা ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর জিহাদী বিদ্যালয়ে প্রতিপালিত হয়েছিলেন ও বেড়ে উঠেছিলেন।

নুরুদ্দীন তার পিতার অন্তর্ধানের পর শামের ক্ষমতাশীল হন। তিনি নিজের মাঝে সকল প্রকার উত্তম স্বভাব ও উন্নত গুণাবলীর সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। এমনকি তার ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণ বলেন, ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের পর তার চেয়ে ন্যায়পরায়ণ কোন শাসক ক্ষমতা লাভ করেনি।

সে সময় মিশর শিয়া উবাইদীদের পদানত ছিলেন। মিশরকে মুসলমানদের তত্ত্বাবধানে আনা ছিল একটি অত্যাবশ্যিকীয় বিষয়। এ উদ্দেশ্যে আসাদুদ্দীন শিরকোহকে প্রেরণ করা হল।

তখন ক্রুসেডাররা শামে তাদের রাজ্যগুলোতে এর ভয়াবহ প্রভাব পড়ার বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারল। তাই তারা আসাদুদ্দীনের হামলাটি ঠেকানোর জন্য শামে একটি হামলা প্রেরণ করল। নুরুদ্দীন বুঝতে পারলেন যে, শামে ক্রুসেডারদের হামলার কারণে মিশরে প্রেরিত বাহিনীটি মিশর থেকে সরে আসতে বাধ্য হবে।

মুসলিম যুবক শাসক তাদেরকে প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ঘোষণা দিলেন: জিহাদের দিকে আসো। তিনি তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে হারিম দুর্গের দিকে রওয়ানা হলেন। ফিরিজিরা তা জানতে পেরে বিশাল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে জমায়েত হল, যাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল চারজন রাজা।

উভয় বাহিনী রামায়ান মাসে মুখোমুখি হল। তখন এই আল্লাহ ওয়ালা মুসলিম সেনাপতি হারিম বিজয়ের জন্য নিজ রবের সঙ্গে মুনাজাত, দু'আ ও অনুনয় বিনয় করে বলতে লাগলেন:

হে আল্লাহ! হে আমার রব! এরা আপনার বান্দা। এরা আপনার বন্ধুও। আর ওরাও আপনার বান্দা, কিন্তু ওরা আপনার শত্রু। হে আল্লাহ! তাই আপনার বন্ধুদেরকে আপনার শত্রুদের উপর সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! আপনি যদি মুসলিমদেরকে সাহায্য করলেন, তবে আপনার দ্বীনকেই সাহায্য করলেন। (নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলেন) হে আল্লাহ! মাহমুদের কারণে তাদেরকে সাহায্য থেকে বঞ্চিত রাখিয়েন না।

তখন যুদ্ধের মাঠ উত্তপ্ত হয়ে উঠল। রাজা-প্রজার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করল। ইসলামী বাহিনী ফিরিজী বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফলে তাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলেন। তাদেরকে টুকরো টুকরো করে দিলেন। ফলে নিহতের সংখ্যা ১০ হাজারের চেয়েও বেড়ে গেল। আর বন্দীদের সংখ্যা আধিক্যের কারণে গণনাও সম্ভব নয়। বন্দীদের মধ্যে তাদের চার রাজাও ছিল। ফিরিজিরা যেন বন্দী ও নিহত হওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

আল্লাহ তা'আলা হারিমের বিজয় দান করে মুসলিমদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং নুরুদ্দীনের দু'আ কবুল করলেন।

আগামী পর্বে মুলাইহার অবরোধ ভাঙ্গার আলোচনা নিয়ে আবার সাক্ষাৎ হবে ইনশাআল্লাহ।

ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ।

বিজয়ের মাস পর্ব - ২২ - মুলাইহার অবরোধ ভাঙ্গার যুদ্ধ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর। আম্মাবাদ...

বিজয়ের মাস সিরিজের পর্বগুলো আমরা পূর্ণ করব। আমাদের আজকের পর্ব ১৪৩৫ হিজরীতে মুলাইহার অবরোধ ভাঙ্গার যুদ্ধের আলোচনা নিয়ে।

এই যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন গ্রুপের ছয়শ অবরুদ্ধ মুজাহিদের অবরোধ ভাঙ্গা। যাদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্কের একমাত্র বন্ধন ছিল দ্বীনি ও জিহাদী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। তারা মুলাইহা শহরের ভিতরে অবরুদ্ধ ছিলেন।

মুজাহিদগণ তাদের রবের উপর ভরসা করলেন। জাবহাতুন নুসরার মুজাহিদগণ একটি বোমসজ্জিত গাড়ী প্রস্তুত করলেন। যার ড্রাইভ করছিলেন আবু আলা আত-তুরসী। সেটা নুসাইরী বাহিনীর মাঝে বিস্ফোরণ ঘটাবেন বলে। আবু আলা গাড়ীতে চড়ে নুসাইরীদের একটি সমাবেশ পয়েন্টে গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি তাদের দিকে গাড়ীটিকে পার্কিং করালেন। তারপর নিজে নিরাপদে ফিরে আসতে সক্ষম হলেন আল্লাহর সাহায্যে। অতঃপর মুজাহিদগণ দূর থেকে তার বিস্ফোরণ ঘটালেন।

এই মোবারক অভিযানের পরই পথ খুলে গেল। বিভিন্ন গ্রুপের ছয়শ মুজাহিদের উপর আরোপিত অবরোধ ভেঙ্গে গেল। যাদের মাঝে মাত্র ১৫ জন মুজাহিদ ছিলেন জাবহাতুন নুসরার। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, অনুগ্রহও তারই।

আগামী পর্বে ছোট আরমেনিয়া বিজয় নিয়ে আলোচনা হবে।

ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ।

বিজয়ের মাস পর্ব - ২৩ - আরমেনিয়া বিজয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর। আম্মাবাদ...

বিজয়ের মাস সিরিজের পর্বগুলো আমরা পূর্ণ করব।

আমাদের আজকের পর্ব ৬৭৩ হিজরীতে ছোট আরমেনিয়া বিজয়। এশিয়া মাইনরের পূর্ব-দক্ষিণে এবং তুরস পর্বত ও ভূমধ্য সাগরের মাঝামাঝি স্থান। যেটা হল রোম সাম্রাজ্যকে পরিবেষ্টনকারী সীমান্ত, যার শহর ও কেন্দ্রগুলোকে ইসলামী রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর সীমান্ত হিসাবে গণ্য করা হয়। যেহেতু এটা রোম সাম্রাজ্যের প্রবেশদ্বারগুলোর জন্য একটি কৌশলগত স্থান।

কিন্তু শক্তি ও প্রতিরক্ষার কয়েকটি যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর উক্ত সীমান্তে দুর্বলতা দেখা দিল এবং ক্রুসেডাররা দখল করে নিতে সমর্থ হল। আরমেনীয় খৃষ্টানরা তাদের একটি সংগঠন বানিয়ে ফেলল। যা খুব দ্রুতই ইসলামী বিশ্বের উত্তর সীমান্তে একটি ক্রুসেডার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় রূপ নিলো। যার থেকে ক্রুসেড হামলা পরিচালিত হত।

যারাই ইসলামের ভূমির উপর হামলা করতে চাইত, আরমেনীয়রা এমন সকলকে সাহায্য করত। তাদেরকে মুসলিমদের ভিতরগত সংবাদসমূহ জানিয়ে দিত। শুধু তাই নয়, তারা পৌত্তলিক মঙ্গলদেরকে ইসলামী দেশসমূহের উপর হামলা করতে প্ররোচিত করে। তারা ছিল তাদের উত্তম সহযোগী এবং তাদের সাথে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ফলে তারা ছিল ইসলামের সবচেয়ে কঠিন দুশমন, যেমনটা ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করে থাকেন।

এখানে অবিস্মরণীয় হয়ে উঠে সুলতান জহির বাইবার্দের অবদান। যিনি একটি বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেন এবং তাকে এই নিকৃষ্ট ক্রুসেডার রাষ্ট্রটির মূলোৎপাটনের জন্য পরিচালিত করেন। তিনি তার বাহিনীকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করেন। যারা লৌহ পাহাড় অতিক্রম করে চলতে থাকে। যাদের সামনে ঘোড়ার খুরের ধার ভোতা হয়ে যাচ্ছিল, তাদের পদতলে জমিন প্রকম্পিত হচ্ছিল এবং পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল।

কোন শক্তিই তাদের সামনে দাঁড়াতে পারছিল না। তাদের হাতে একটির পর একটি শহর পদানত হচ্ছিল। এমনকি তারা শীঘ্র শহরে পৌঁছে যান, যেখানে আরমিনীয় সাম্রাজ্যের সিংহাসন। জহির বাইবার্দের বাহিনী শীঘ্র পদানত করলেন এবং সম্রাটের সিংহাসন দখল করে নিলেন। এভাবে রামায়ানও পূর্ণ হতে পারেনি, ইতিমধ্যেই মুসলিমগণ সীমান্ত শহরগুলো পুনরুদ্ধার করে নিলেন। আর সুলতান জহির বাইবার্দের ‘মঙ্গল ও ক্রুসেডারদের আতঙ্ক’ উপাধি লাভ করলেন।

জনৈক কবি আবৃত্তি করেন:

ঐ সকল শহরগুলো একে অপরকে দোষ দিয়ে বলে: হায়! যদি আমাদের জন্যও শীঘ্রের মত যুদ্ধ করা হত, যদি সুলতানের বাহিনী আমাদের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করত, যদি তার অশ্বরাজী আমাদের উপরও পদচারণা করত!

আগামী আসরে বসনিয়া ও হর্জগোভিনা বিজয়ের আলোচনা নিয়ে আবার সাক্ষাৎ হবে ইনশাআল্লাহ।

ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

বিজয়ের মাস পর্ব - ২৪ - বসনিয়া ও হর্জগোভিনা বিজয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর। আম্মাবাদ...

বিজয়ের মাস সিরিজের পর্বগুলো আমরা পূর্ণ করব।

আমাদের আজকের আসর ৭৯১ হিজরীতে বসনিয়া ও হর্জগোভিনা বিজয় সম্পর্কে। সুলতান মুরাদ (প্রথম) এর সর্বপ্রথম কাজ ছিল আদরানা শহর বিজয়। তারপর তিনি তার বাহিনীকে বালকান অঞ্চলের দিকে পরিচালিত করেন। তারা বালকানের শহরগুলো দখল করে নেন এবং তার দুর্গগুলো জয় করে নেন। তিনি পূর্ব ইউরোপের বিস্তৃত অংশের উপর প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন এবং কনস্টান্টিনোপলকে সর্বদিক থেকে বেষ্টিত করে ফেলেন।

সে সময় ইউরোপিয়ান রাজাগণ পেরেশান হয়ে পড়ে। তারা এই তারুণ্যদ্বীপ রাষ্ট্রটির ভয়াবহতা বুঝতে পারে। বিশেষ করে যখন তারা ইসলামী বাহিনীর গতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়। তখন বালকানের খৃষ্টান শাসকরা মুসলিমদের প্রতি বন্ধুত্বের ঘোষণা দিতে এবং তাদেরকে জিযিয়া প্রদানে পরস্পর প্রতিযোগিতা পরায়ণ হয়ে উঠে।

হিজরী ৭৯১ সনে। ইসলামী বাহিনীর সামনে সিরবের রাজা ও বুলগেরিয়ার রাজা প্রথমে আনুগত্য প্রকাশ করে। তারপর পুনরায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। কিন্তু উসমানীয়রা তাদেরকে অবকাশ দিলেন না। ইসলামী বাহিনী বুলগেরিয়াতে আক্রমণ করে তার রাজাকে পরাজিত করল। এমনকি সর্বশেষে বুলগেরিয়ার রাজা বন্দী হয়।

তারপর ইসলামী বাহিনী সিরবের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যাত্রা করে। যে সিরব, আলবেনিয়া ও বসনিয়া থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বাহিনী প্রস্তুত করে দিয়েছিল। উভয় বাহিনী কুসউন উপকূলীয় অঞ্চলে মুখোমুখি হয়। মুসলিমগণ খৃষ্টানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে উড়ন্ত মাথা ও দিকহীন অশ্বারোহী ব্যতীত কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। তরবারীর ঝনঝনানি ব্যতীত কিছুই শোনা যাচ্ছিল না।

অবশেষে যখন সিরবের রাজার শত্রু মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ১০হাজার সৈন্যের একটি পূর্ণ বাহিনী নিয়ে পৃথক হয়ে গেল, তখন যুদ্ধের পালা আসল তার উপর।

অবশেষে সিরবের রাজা জারজ বন্দী হয় এবং মুসলিমগণ বিজয় লাভ করেন। এ যুদ্ধটিকে পূর্ব ইউরোপের ইতিহাসে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ হিসাবে গণ্য করা হয়।

তারপর সিরবের স্বৈরাচারী শাসন শেষ হয়ে যায় এবং সবগুলো রাষ্ট্র মুসলিমদের অনুগত হয়ে যায়। আর সবার আগে পদানত হয় বুলগেরিয়া।

ঐ সমস্ত অঞ্চলে ইসলাম প্রসার লাভ হতে থাকে, যেমনটা বসনিয়া, হর্জগোভিনা ও কুসুফায়ও হয়েছে।

আগামী আসরে আবার সাক্ষাৎ হবে আইনে জালুতের যুদ্ধের আলোচনা নিয়ে।

ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

বিজয়ের মাস পর্ব - ২৫ - আইনে জালুতের যুদ্ধ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর। আম্মাবাদ...

বিজয়ের মাস সিরিজের পর্বগুলো আমরা পূর্ণ করব। আমাদের আজকের আসর ৬৫৮ হিজরীতে আইনে জালুতের যুদ্ধ সম্পর্কে।

হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামী বিশ্ব বর্বর পৌত্তলিক হামলার শিকার হয়। ইসলাম প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। মঙ্গলদের সামনে সবগুলো ইসলামী রাষ্ট্রের পতন হয়ে যেতে থাকে। দারুল খেলাফতের পতন হয়। আব্বাসী খলীফা নিহত হন। দশ লক্ষের মত মুসলিমকে হত্যা করা হয়।

দ্বিতীয় ধাপ ছিল শামের উপর। হামা ও হালব দখল করে নেওয়া হয়। দামেস্ক যুদ্ধ ছাড়াই সমর্পণ করে দেওয়া হয়। তারপর মিশর ও হিজাজের পালা আসে। সুলতান মুজাফ্ফর সাইফুদ্দীন কুতয রহ. আল্লাহর প্রদত্ত এমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, যার উপর হিংসা করা হয়। মঙ্গল তাগুত হালাকু খাঁ তার প্রতি একটি হুমকিমূলক বার্তা পাঠায়, তাকে আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য প্রকাশ করার আদেশ করে অথবা তার পূর্ববর্তী শাসকদের অবস্থা বরণের জন্য প্রস্তুত হতে বলে।

অধিকাংশ মন্ত্রীদের মত ছিল সন্ধি করা। কিন্তু সাইফুদ্দীন সুদৃঢ় সম্মানের অবস্থা গ্রহণ করেন। হয়ত এমন জীবন লাভ করবেন, যা বন্ধুকে আনন্দিত করবে। অথবা এমন মৃত্যু, যা শত্রুদেরকে ক্রোধান্বিত করবে। তাই তিনি নতি স্বীকার না করা ও আত্মসমর্পণের চিন্তাও না করার সংকল্প গ্রহণ করেন।

তাই তিনি কঠোর নির্দেশ দেন বার্তা বহনকারীদেরকে হত্যা করতে এবং তাদের মাথা কায়রোর বিভিন্ন প্রবেশদ্বারে ঝুলিয়ে রাখতে। এর মাধ্যমে মুসলিমদের অন্তরগুলো শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং তাদের শিরায় শিরায় সম্মান ও জিহাদের আত্মা প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি ঘোষণা দিলেন: জিহাদের দিকে আসো। শাহাদার দিকে আসো।

মানুষ জিহাদে যাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করতে লাগল। বিশাল এক সেনাবাহিনী গঠিত হয়ে গেল। সাইফুদ্দীন কুতয রহ. মঙ্গলদের অপেক্ষায় বসে থাকলেন না। বরং তিনি মিশর থেকে সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে যান। উভয় বাহিনীর সাক্ষাৎ আইনে জালুতে। একটি হল শক্তিশালী অহংকারী বাহিনী। আরেকটি দুর্বল, কিন্তু আল্লাহর উপর মজবুত ভরসাকারী এবং আল্লাহর সাহায্য ও ওয়াদার প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাসী দল।

উভয় বাহিনী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল। কুতয চিৎকার করে বলতে লাগলেন: হায় ইসলাম! হায় ইসলাম!! তারপর নিজ চেহারা মাটিতে লুটোপুটি খাওয়ালেন এবং আল্লাহর জন্য সিজদায় পড়ে দু'আ করতে লাগলেন: হে আল্লাহ! তোমার বান্দা কুতযকে সাহায্য কর! হে আল্লাহ তোমার বান্দা কুতযকে সাহায্য কর।

ফলে মুসলিমদের জন্য আল্লাহর সাহায্য নেমে আসল আর এই প্রথমবারের মত মঙ্গলরা মুসলিমদের কাছে পরাজিত হল। তাদের অসংখ্য নিহত ও বন্দী হল। মঙ্গল নেতা বন্দী হল, অতঃপর তাকে হত্যা করা হল।

আর এই যুদ্ধ পশ্চিমা সেই সকল ইফ্রন প্রদান বন্ধ করে দিল, যা মুসলিম জাতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করেছিল।

আগামী আসরের আলোচনা ফ্রান্সের জিহাদী আন্দোলন।

ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

বিজয়ের মাস পর্ব - ২৬ - ফ্রান্সের জিহাদী আন্দোলন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর। আম্মাবাদ...

বিজয়ের মাস সিরিজের পর্ব গুলো আমরা পূর্ণ করব। আমাদের আজকের আলোচনা - ১০২ হিজরিতে ফ্রান্সের জিহাদী আন্দোলন।

মুসলিমগণ স্পেনে স্থিতিশীল হওয়ার পড়ে উত্তরদিকে বারামিজ পর্বতমালার অপর প্রান্তের এলাকাগুলোতে যুদ্ধ শুরু করেন। এটা ফ্রান্স এবং স্পেনের মাঝামাঝি অবস্থিত। আবদুল আযিয ইবনে মুসাইব ইবনে নুসাইর এর শাসনামলেই ঐ সকল দেশে ইসলামের বিজয় অভিযান শুরু হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে যখন সামুহ ইবনে মালেক আল খাওলানি ক্ষমতায় আসলেন তখন ১০২ হিজরিতে নিজ সেনাবাহিনী নিয়ে রওনা দেন।

তিনি প্রথমে সাদসামানিয়া শহরের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এটি একটি উপকূলীয় অঞ্চল। যা পশ্চিমে বারামিজ থেকে শুরু করে পূর্বে রোমান নদীর উৎপত্তিস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত। এটা ফিরানিতালিয়া বনাঞ্চলের সাথে যোগে মিলিত হয়েছে। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনার জন্য বারামিজের আঞ্চলিক রাজধানী আরবুনাই তে একটি কেন্দ্র ও অফিস নির্মাণ করেন। এখনো পর্যন্ত উক্ত শহরে তার নামে একটি মহাসড়ক রয়েছে, যা 'সামুহ সড়ক' নামে পরিচিত।

এরপর সামুহ প্রতিটি শহর জয় করতে শুরু করেন। এমনকি তিনি উকাইতার রাজধানী তলুস্কা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। কিন্তু সেখানকার অধিবাসীরা কঠিন মোকাবেলা করল। ফলে তা আর জয় করতে পারলেন না।

সামুহ স্পেনে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন - আম্বাসা ইবনে সুহাইম আল কালবিকে। যিনি লাগাতার যুদ্ধ চালিয়ে যেতে যেতে দক্ষিণ ফ্রান্সের কারকাশনা শহরের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নেন। সেখানকার অধিবাসীরা শহর ও তার চারপাশের অর্ধেক এলাকার কর্তৃত্ব থেকে সরে আসে এবং তাকে জিযিয়া প্রদান করতে রাজি হয়। তারপর আম্বাসা দক্ষিণ ফ্রান্সের দিকে প্রবেশ করতে করতে সাওম নদী পর্যন্ত পৌঁছে যান। ফলে উক্ত শহরের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নেন। তারপর তার বিজয়ী বাহিনীকে সম্মুখে অগ্রসর করান। আর ইতিমধ্যেই আল্লাহ কাফেরদের অন্তরে আতংক সৃষ্টি করে দেন। ফলে কেউ তার মোকাবেলায় দাঁড়াতে সাহস করে নি। ফলে তিনি উজাহ, ভিন ও ফালানসো শহরে সহজেই প্রবেশ করেন। তারপর সম্মুখে অগ্রসর হতে হতে লিওন শহর পর্যন্ত পৌঁছে যান। তারপর মাসুন ও সালুনের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

এভাবে আল্লাহ তা'আলা তার হাতে সানিস শহরের বিজয় দান করেন। যা ইক্লিওনথের রাজধানী। এটি প্যারিস থেকে মাত্র ৩ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। এটাই সর্বশেষ স্থান যেখান পর্যন্ত মুসলিমগণ পৌঁছে গিয়েছিলেন।

যদি স্পেনের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাবলী না ঘটত এবং সেখানকার মুসলিম শাসকদের পরবর্তীতে যে অবস্থা হয়েছিল তা না হত তবে মুসলিমগণ সমগ্র ইউরোপে পদচারণা করতে পারত।

আম্বাসা একটি গভীর ক্ষতের কারণে মারা যান। যা ফিরিজিদের সাথে একটা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে হয়েছিল। তিনি ইসলামের পতাকা নিয়ে ইউরোপের হৃদপিণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন।

আগামী আসরে ৫৫৯ এর লিওয়া মুজুকরণের যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা হবে ইনশা আল্লাহ।

ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ মাছুলাহি ওয়া বারাকাতুহ।

বিজয়ের মাস পর্ব - ২৭ - ৫৫৯ এর লিওয়া মুজুকরণের যুদ্ধ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ মাছুলাহি ওয়া বারাকাতুহ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর। আম্মাবাদ...

বিজয়ের মাস সিরিজের পর্বগুলো আমরা পূর্ণ করব ইনশা আল্লাহ। আমাদের আজকের আলোচনা - ১৪৩৫ হিজরিতে ৫৫৯ এর লিওয়া মুক্তকরণের যুদ্ধ নিয়ে।

লিওয়া দামেস্কের পল্লী এলাকার পূর্ব কালামনে অবস্থিত। মুজাহিদগণ সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই এলাকাতে গেরিলা হামলা করেন। এটি অত্যন্ত সুরক্ষিত একটি এলাকা ছিল। এছাড়া এলাকাটি মরুভূমির সুবিধাও গ্রহণ করত। কারণ তাতে কোন পাহাড় বা আড়াল ছিল না।

মুজাহিদদের জন্য এটি আক্রমণ করা জরুরী ছিল। কারণ সেখান থেকেই আশেপাশের এলাকার মুসলিমদের উপর বোমা বর্ষণ চালানো হত। আল্লাহর উপর ভরসা ও সুদৃঢ় পরিকল্পনা তৈরি করার পর মুজাহিদগণ এই লিওয়া'ই আক্রমণ করেন।

আল্লাহর সাহায্যে যুদ্ধ বেশি দীর্ঘ হয় নি। মুজাহিদগণ লিওয়া মুক্ত করে নিতে সমর্থ হলেন। তারা সেখানে অনেক ভারী যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র গনিমত হিসেবে লাভ করলেন। অনেক নুসাইরি নিহত হয়েছিল। বাকিরা পলায়ন করেছিল।

সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্য। অনুগ্রহ কেবল তারই।

আগামী আসরে স্পেন বিজয়ের আলোচনা নিয়ে আসব ইনশা আল্লাহ।

ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

বিজয়ের মাস পর্ব - ২৮ - স্পেন বিজয়

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর। আম্মাবাদ...

বিজয়ের মাস সিরিজের পর্বগুলো আমরা পূর্ণ করব ইনশা আল্লাহ। আমাদের আজকের আলোচনা - ৯২ হিজরিতে স্পেন বিজয়।

বারবার থেকে একটি ইসলামী বাহিনী তৈরি হয়। যারা পরবর্তীতে স্পেন পর্যন্ত সফর করে। তারা বীরত্ব ও শক্তিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ইসলাম তাদেরকে আল্লাহর পথের মুজাহিদে পরিণত করে। তার নিকট একটি পাহাড় রয়েছে। যা পরবর্তীতে 'জাবালুত তারিখ' নামে পরিচিতি লাভ করে।

তারিখ ইবনে জিয়াদ এই পাহাড়ের প্রতিরক্ষা বৃদ্ধি করার জন্য সর্বাঙ্গক চেষ্টা করেন। অতঃপর ইসলামী দলগুলো এর আশেপাশের অঞ্চল গুলোতে গেরিলা হামলা চালাতে শুরু করে। এভাবে তারা খাবরা দ্বিপিটির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নেন। এভাবে জাবালুত তারিখের প্রতিটি গিরিপথের নিয়ন্ত্রণ মুসলিমদের হাতে চলে আসে।

তারিখ ইবনে জিয়াদ ইসলামী বাহিনীর কেন্দ্র ও আফ্রিকা থেকে তার সাহায্য লাভের পথগুলো নিরাপদ করে তুলেন। মুসা ইবনে নুসাইর তার সৈন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ ৫০০০ সৈন্যের একটা বাহিনী প্রেরণ করেন। যাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল তারিফ ইবনে মুলক।

উক্ত বাহিনীর অধিকাংশই ছিল আরবের। এই বাহিনী প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল তারিখ ইবনে জিয়াদকে সাহায্য করা, কারণ তিনি (মুসা ইবনে নুসাইর) জানতে পেরেছিলেন যে, কুতের রাজা রাজরিত তারিখ ইবনে জিয়াদের বাহিনীকে মোকাবেলা করার জন্য ১,০০,০০০ বা তার বেশি সংখ্যক সৈন্যের সমাবেশ ঘটিয়েছে। নতুন সৈন্য আসার পর ইসলামি বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা দাড়ায় ৮,০০০। যারা বিশাল এক খ্রিস্ট বাহিনীর মোকাবেলা করবেন।

৯২ হিজরির ২৮শে রমজান। উভয় বাহিনী মুখোমুখি হল। সারাদিন ব্যাপী ঘোরতর যুদ্ধ চলল। মুসলিমগণ দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। যুদ্ধ ৮ দিন পর্যন্ত চলে। অবশেষে মুসলিমদের বিজয়ের সূর্য উদিত হয়। রাজরিতের বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফলে বাহিনীর উপর রাজরিতের নিয়ন্ত্রণ শেষ হয়ে যায়। ফলে তাদের বিরাট একটা অংশ নিহত হয়। অবশিষ্টরা পালিয়ে বাঁচে। তাদের নেতার কোন হৃদিস পাওয়া যায় নি।

তারিখ উপদ্বীপে বিচরণ করতে থাকেন। মুসলিমগণ খুব সংক্ষিপ্ত সময়ে এবং যৎসামান্য ক্ষতিতে ইউরোপের একটা বিশাল অঞ্চল জয় করতে সক্ষম হন। আল্লাহর প্রতি সততা ও একনিষ্ঠতার প্রদর্শনের ফলে আল্লাহ তাদেরকে এই বিজয় প্রদান করেছিলেন। আগামী পর্বে নাওবা বিজয় নিয়ে আলোচনা হবে ইনশা আল্লাহ।

ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

বিজয়ের মাস পর্ব - ২৯ - নাওবা বিজয়

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর। আম্মাবাদ...

বিজয়ের মাস সিরিজের পর্বগুলো আমরা পূর্ণ করব ইনশা আল্লাহ। আমাদের আজকের আলোচনা - নাওবা বিজয়।

নাওবাবাসীর মাঝে ও মুসলিমদের মাঝে আমার ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর জামানায় যে চুক্তি হয়েছিল আবদুল্লাহ ইবনে আবু সরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্ষমতায় আসার পর তারা সে চুক্তি ভঙ্গ করে। সেটা ছিল খলিফায়ে রাশেদ উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর জামানায়।

নাওবা বাসী মিশর ভূমির উপর আক্রমণ ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। আবদুল্লাহ ইবনে আবু সরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ২০,০০০ সৈন্যের একটা দল নিয়ে তাদের প্রতিহত করার জন্য বেরিয়ে যান। দক্ষিণাঞ্চল দিয়ে প্রবেশ করে তাদের রাজধানী দাংকাল পর্যন্ত পৌঁছে যান। তিনি দাংকাল অবরোধ করে মিনজানিকের সাহায্যে পাথর বর্ষণ করতে শুরু করেন। এভাবে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে তাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেন। তাদের রাজা কালিদুন সন্ধির আবেদন করে আবদুল্লাহ ইবনে আওস সারাহ এর নিকট অনুনয়-বিনয় ও নতি স্বীকার করে।

উভয় পক্ষের মাঝে এক বিরল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যার বিরাট প্রভাব ছিল আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে ইসলামের প্রচার প্রসারে। এটা হয়েছিল ৩১ হিজরির রমজান মাসে। আবদুল্লাহ ইবনে আবু সরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু যে সকল শর্তগুলো করেন তার মধ্যে অন্যতম হল - নাওবাই মুসলিমদের প্রবেশের জিম্মাদারি গ্রহণ ও তাদের হেফাজত করা।

এভাবে কালিদুন উক্ত অঞ্চলে মুসলিম দায়ী ও ব্যবসায়ীদের প্রবেশের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এরফলে দায়ীগণ সেখানে বিনা বাধায় ইসলাম প্রচারের সুযোগ পান। তারা এসকল অঞ্চল দিয়ে হাবসা ও সুদানের পল্লী এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে যান এবং সেখানকার অধিবাসীদের ইসলামে প্রবেশ করাতে সক্ষম হন।

দাংকালার মসজিদটির বিরাট অবদান ছিল খ্রিস্টানদের অস্তিত্ব বিলীন করা ও তাদেরকে শেষ করে দেয়ার ক্ষেত্রে। এমনকি হিজরতের পর অষ্টম প্রজন্ম অতিবাহিত হতে না হতেই নাওবা অঞ্চল পুরোটাই ইসলামী দেশে পরিণত হয়। সেখানকার অধিবাসীরা ইসলামকে বৃকে জড়িয়ে নেয়।

আগামী আসরের আলোচনার বিষয় - খরমিয়া বিজয়।

ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

বিজয়ের মাস পর্ব - ৩০ - খরমিয়া বিজয়

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর। আম্মাবাদ...

বিজয়ের মাস সিরিজের পর্বগুলো আমরা পূর্ণ করব ইনশা আল্লাহ্। আমাদের আজকের আলোচনা - ২২১ হিজরির খরমিয়া বিজয়।

আব্বাসী খলিফা মামুনের শাসনামলে এই বাতেনি ফেরকাটির আবির্ভাব ঘটে। এর নেতা ছিল 'বাবক' নামক এক ব্যক্তি। তার নাম অনুসারেই এই অঞ্চলটিকে সম্বন্ধিত করা হয়। পরবর্তীতে সে 'বাবক আল খুররামী' নামে পরিচিতি লাভ করে। খলিফা মুতাসিমের শাসনামল পর্যন্ত এই দলটি স্থায়িত্ব লাভ করে। অতঃপর খলিফা মুতাসিম ২২১ হিজরির রমজান মাসে তাদেরকে শেষ করে দেন এবং তাদের অস্তিত্ব শেষ করে দেন। অর্থাৎ অগ্নিপূজক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্রোহ এবং আন্দোলন শুরু করার প্রায় ২০ বছর পর।

এতদসত্ত্বেও সে ছিল বীর, দাপটশালী এবং অবাধ্য লোক। ফেতনা শুরুর পর থেকেই খলিফা মামুন তাদের মোকাবেলা করার জন্য বাহিনী প্রেরণ করে আসছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই তার বাহিনী পরাজিত হচ্ছিল। যখনই কোন বাহিনী প্রেরণ করেছেন হয় তারা পরাজিত হয়েছে অথবা বন্দী হয়েছে অথবা নিহত হয়েছে। কারণ বাবক একটি সুরক্ষিত স্থান এবং শক্তিশালী বাহিনীর অধিকারী ছিল। এছাড়া মানুষের অন্তরে তার একটি শক্তিশালী প্রভাবও তৈরি হয়েছিল। এর ফলে 'আসবাহান' ও 'হামাদানের' বড় বড় অনেক পাহাড়ি দল তার ধর্মে প্রবেশ করেছিল।

তাদের শক্তির কারণেই বাবকের ফাসাদ অনেক বেড়ে যায় এবং একপর্যায়ে প্রকট আকার ধারণ করে। অবস্থায় খলিফা মামুন মারা যান। তিনি মারা যাবার সময় নিজ ভাই মুতাসিমকে অসিয়ত করে যান যে, খলিফা হবার পর মুতাসিম যেন তাদের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নামেন। খলিফা মামুনের পর মুতাসিম খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

খলিফা মুতাসিম নিজ বাহিনীর বড় বড় সেনাপতিদের মধ্য থেকে একজন তুর্কি সেনাপতিকে নির্বাচন করে খরমিয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন।

খরমিয়া ফেতনা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। আফসিনের নেতৃত্বে খেলাফতের বাহিনী একের পর এক এলাকা জয় করে অগ্রসর হচ্ছিলেন। অতঃপর ২২১ হিজরির রমজান মাসে আফসিন বাবকের দুর্গ জয় করার সংকল্প করলেন। তিনি তার বাহিনীকে দলে দলে বিভক্ত করে যুদ্ধের জন্য বিন্যাস করলেন।

উভয় বাহিনী মুখোমুখি হল। আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের বিজয় দান করলেন। মুসলিমদের বাহিনী বাবকের রাজধানীতে প্রবেশ করলে বাবক পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু আফসিন পূর্ব থেকেই তার পলায়নের সকল রাস্তা বন্ধ করে দেন এবং বাবককে পরিবারসহ বন্দী করেন।

মুসলিম বাহিনী বাবককে নিয়ে সামিররায় ফিরে আসেন। সেটি ছিল এক উৎসবের দিন। বাবকের বন্দী হবার ঘটনায় মুসলিমরা অনেক আনন্দিত হয়েছিল। সামিররায় পৌঁছে বাবককে হত্যা করে শুলীতে চরানো হয়। যেন মানুষ তা দেখে রমযান মাসের বিজয়ের জন্য আনন্দিত হতে পারে।

মুসলিমগণ এই বিজয়ে অনেক আনন্দিত হয়েছিল। কারণ এটা এমন এক ফেতনা ছিল যা ইসলামকে শেষ করে দেওয়া ও মুসলিমদের ধ্বংস করে দেওয়ার উপক্রম করেছিল।

এখানেই সমাপ্ত হল আমাদের মর্যাদাবান জাতির গৌরবময় ইতিহাস। আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের নেক আমলগুলো কবুল করুন।

ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।
